www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট, বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১৬ চৈত্র- ২২ চৈত্র, ১৪২৪ ঃ ৩১ মার্চ - ৬ এপ্রিল, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 23, 31 March - 6 April, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

## দিনগুলি মোর...

**সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।**

**শনিবার :** সংখ্যাতত্ত্বের ভারতীয় গণতন্ত্র ভোট নির্ভর। ভোট

আসলেই নানা সুখবরের হাতছানি দেয় শাসকদল। পঞ্চায়েত ভোট আসতেই রাজ্যে ৯ হাজার পুলিশ সহ ১১ হাজার সরকারি কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব পাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার।

**রবিবার :** শুরু হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। ঠিক তার

আগে সংসদ সভাপতি সশব্দে ঘোষণা করলেন, কড়া নিরাপত্তার নানা দাওয়াই। দুজন বিশেষ পর্যবেক্ষক, সিসি ক্যামেরা, প্রশ্নপত্র খোলা ও বিতরণ নিয়ে নানা ফরম্যাট, কড়া শাস্তি সবই ছিল দাওয়াইয়ের তালিকায়। তবুও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ পুরোপুরি রোধ করা গেল না।

**সোমবার :** জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনের বিরুদ্ধে আগামী ২ এপ্রিল থেকে

দেশব্যাপী ধর্মঘটে যেতে পারেন চিকিৎসক ও ছাত্ররা। দিল্লিতে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের এক মহাসম্মেলনে গৃহীত হয়েছে ধর্মঘটের প্রস্তাব।

**মঙ্গলবার :** পবিত্র রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র বিতর্কের জেরে রক্তাক্ত

হয়ে উঠল রানিগঞ্জ আসানসোলে। তরোয়াল, গদা, ত্রিশূল, তীর-ধনুকে নয় মানুষ রক্তাক্ত হল গুলি বোমায়। প্রথম দিকে সংঘর্ষের ছবি ছিল চরম প্রশাসনিক গাফিলতির। পরে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার।

**বুধবার :** প্যান ও আধার সংযুক্তির সময়সীমা ৩১ মার্চের

পরিবর্তে বাড়িয়ে দেওয়া হল আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত। অন্যান্য ক্ষেত্রে আধার যোগের সময় সীমা সুপ্রিম কোর্ট বাড়িয়ে দেওয়ার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেয় আয়কর দফতর।

**বৃহস্পতিবার :** আগে নিয়েছিলেন কংগ্রেসের নাম। এবার জেডি(ইউ)-এর নাম

নিয়ে ফেসবুকে তথ্য চুরি বিতর্ক আরও বাড়িয়ে দিলেন কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার প্রাক্তন কর্মী ওয়াইলি।

**শুক্রবার :** সিবিএসই প্রশ্ন ফাঁসে আটক করা হল এক কোচিং

সেন্টারের মালিককে। এর সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ২৫ জন পড়ুয়া ও অভিভাবককে। তদন্তে অপরাধী প্রমাণিত হলে শাস্তি অনিবার্য। জানিয়েছেন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

## দিল্লির সুরই কি বাংলায় বাজছে

# গোষ্ঠী লড়াই চলছে-চলবে

**ওঙ্কার মিত্র**

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, তৃণমূলের জনপ্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি বিরোধী জোট গড়তে দিল্লি গিয়ে দেখিয়ে এলেন 'দিদিগিরি'। তাবড় তাবড় নেতাদের সঙ্গে দেখা করে বললেন ওয়ান ইজ টু ওয়ান। একের বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়তে হবে মোদীর বিরুদ্ধে। কিভাবে? উত্তরও বাতলে দিয়েছেন দিদি। যে যেখানে শক্তিশালী সে সেখানে থাকুক, তাকেই সবাই সমর্থন করুক। দিদির এই অসাধারণ 'ফর্মুলা' সম্ভবত বহু আগে থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার গ্রাম শহরে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। তাই তো চারিদিকে 'শক্তিশালী' হওয়ার অদম্য প্রতিযোগিতা। একেই বিরোধী সহ মিডিয়ার দল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে কটাক্ষ করছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে তৃণমূল নেতা কর্মীদের শক্তিশালী হওয়ার দৌড়ে 'খালাস' ও 'নিকেষ'-এর পরিমাণ বাড়ছে। এই ঘরোয়া খুন-খারাপির আবহে নতুন সংযোজন হল উচ্চ নেতৃত্বের নীরবতা। বছর খানেক আগে কর্মী-সমর্থকরা খুন হলে ছুটে যেতেন নেতারা। বলে আসতেন সঠিক বিচার ও কঠোর সাজার কথা। এখন কালচার বদলেছে। সামনে নির্বাচন, এখন এড়িয়ে যাওয়ার সময়। নেতৃত্বের এই নির্বিকার চিত্তের সুযোগে ক্রমশ আলগা হয়ে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণের রশি। যার ফল হতে চলেছে মারাত্মক।

গত দু-এক সপ্তাহের ফ্ল্যাশব্যাকে চোখ রাখুন। দেখবেন ছবিটা পরিষ্কার। গত বুধবার রাতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অদূরে কলকাতার ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত গোপালনগরে বিপ্লব-প্রতাপের লড়াই দেখল চেতলা-আলিপুর বাসী। নেতাদের হস্তক্ষেপ তো দূর-অস্ত কাউন্সিলর বলে দিলেন তিনি এসব জানেন না। অর্থাৎ এলাকা দখলের লড়াই চলছে চলুক। দল এর দায় নিতে রাজি নয়। শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারলে মিলবে সকলের সমর্থন। তার সাফল্য ভোগ করবে দল। ফলে এ লড়াই চলছে চলবে। যেমন এর ঠিক আগে কালনার সুলতানপুর, নদিয়ার শান্তিপুর, চাপড়া, রানাঘাট, হুগলির আরামবাগ, আর পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর। অতীতের দিকে আর দু-এক পা এগোলে গোষ্ঠীসংঘর্ষের তালিকা লেখার জায়গা থাকবে না।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে মে-জুনে হতে পারে পঞ্চায়েত নির্বাচন। ভোট যত এগিয়ে আসছে জেলার গ্রামে গঞ্জে সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে ভয়। আশঙ্কা ক্রমশই শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে তাদের জীবন। সুযোগ নেবে সমাজবিরোধীরা। এই আশঙ্কাকে সমর্থন দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সেখানে ইতিমধ্যেই প্রার্থীর নামে লেখা হয়ে গিয়েছে এক গোষ্ঠীর দেওয়াল লিখন। এর সঙ্গে রয়েছে ক্যানিং-বাসন্তী-ভাঙড়। স্থানীয় থেকে শীর্ষস্থানীয় তৃণমূল নেতারা বীতশ্রদ্ধ। তাদের পক্ষে আর রাশ ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। গত শনিবারের ঘটনা পরম্পরা এই ধারণাকে আরও স্পষ্ট করে দিল। হাওড়া জেলার সম্মেলনে যখন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি বলছেন 'চাটুকারিতা করে কিছুই মিলবে না।' 'দলে অনেকের খিদে মিটছে না। তাদের শুধু পদ চাই। তারা মনে করছেন দলের তাকে দরকার কিন্তু তার দলকে দরকার নেই। এই সব নেতাকে দলের প্রয়োজন নেই।' ঠিক সেই সময় কালনার সুলতানপুরে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছেন তৃণমূলের প্রধান সুকুর শেখ। অভিযুক্ত তৃণমূলের অন্য গোষ্ঠী। এমন আবহ নিয়েই পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাচ্ছে বাংলা। মুখ্যমন্ত্রীর এত চেষ্টা সত্ত্বেও মুখ পোড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

# জটিলতার জালে আটকে কলকাতার নয়া কর ব্যবস্থা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ফের নয়া কর পদ্ধতি ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে নড়াচড়া শুরু হয়েছে কলকাতা পুরসভায়। গত বৃহস্পতিবার মেয়র বললেন, নতুন পদ্ধতি বোঝাতে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একজন পুরকর্মী নিয়োগ করা হবে। তিনি জানিয়েছেন, আগামী জুন মাসের মধ্যে সকল করদাতাকে নতুন পদ্ধতির আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এই ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট চালু হয়েছে গত এপ্রিলে। ৭ লক্ষ ৬৫ হাজারের মধ্যে একবছরে মাত্র ৭০ হাজার করদাতা ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন। সেবার প্রতি বরোতে একজন কর্মী রাখা হয়েছিল নতুন পদ্ধতি বোঝাতে। তবুও এই পদ্ধতি ব্যর্থ হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর নেই মেয়র থেকে পুর আধিকারিকদের কাছে। কিন্তু এই ব্যর্থতার কারণ নয়া পদ্ধতিতে নথিভুক্তির চেষ্টা করা করদাতাদের কাছে স্পষ্ট।

ভুক্তভোগী এক করদাতা জানালেন, এর জন্য মূলত দায়ী নয়া ব্যবস্থার জটিলতা ও ঘোর-প্যাঁচের ফর্ম পূরণ। তাঁদের দাবি সেলফ্ অ্যাসেসমেন্টের যে ফর্ম পুরসভা তৈরি করেছে তাতে তিনটে ফরম্যাট। এ, বি এবং সি। সেই ফরম্যাটে নানা ধরনের তথ্যের চাহিদা। যেমন বেস ইউনিট ভ্যালু সহ এজ, ইউসেজ, স্ট্রাকচার, লোকেশান, অকুপ্যান্সি

মাল্টিপ্লিকেটিভ ফ্যাকটার। যার নামই কোনদিন শোনেননি তিলোত্তমার অধিকাংশ করদাতারা। পিছনের পাঁচটি অ্যানেক্সার থেকে খুঁজে বার করতে হবে এইসব তথ্য যা সাধারণ করদাতাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এর সঙ্গে প্রথম পাতাতেই লাগবে ব্লক আইডি যা এই অ্যানেক্সারে অমিল। তা বার করতে কিভাবে হবে তাও বলা নেই। এর উপর কলকাতাবাসীর বড় অভিযোগ ফর্ম শুধু ইংরাজিতে। প্রশ্ন, বাংলায় নয় কেন? অবশ্য উত্তর দেওয়ার কেউ নেই।

এত জটিলতা টপকে যদিবা ফর্ম পূরণ শেষ পর্যন্ত হয়ও তা দেখাবার জন্য বরোয় বরোয় দীর্ঘ লাইন। বহু বয়স্ক করদাতা আছেন যাঁদের এই লাইনে দাঁড়ানো বেজায় কষ্টকর। এঁদের জন্য নেই কোনও আলাদা ব্যবস্থা। এইসব নানা প্রতিবন্ধকতায় কলকাতার নয়া কর ব্যবস্থা বিভ্রান্তির জালে আটকে গিয়েছে। মেয়র যত সহজভাবে জুন মাসের কথা বলছেন তা এককথায় অসম্ভব। তিনি অবশ্য জানিয়েছেন ফর্মের জটিলতা কাটাতে কিছু সংশোধনী করবেন। কিন্তু তাতেও ফর্ম পূরণের দুর্ভোগ কাটবে কিনা তা নিয়ে সংশয়ে পুরবাসী। অধিকাংশ করদাতার প্রস্তাব পুরকর্মীরা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে দেখে নিয়ে যান ফর্ম। তার জন্য যদি সার্ভিস চার্জ লাগে তাতেও রাজি তাঁরা। এরসঙ্গে দাবি বাংলা ফর্মের। সব মিলিয়ে মেয়র যতই বলুন নয়া কর ব্যবস্থার ধোঁয়াশা কাটা মোটেই সহজ নয়।

## নির্বাচন আসতেই দিকে দিকে ঘেরাও পঞ্চায়েত অফিস

### রাস্তা সারাবার দাবিতে বিক্ষোভ

**কালিকাপুর**

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, সোনারপুরঃ** রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মানুষজন। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার অন্তর্গত কালিকাপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত অফিসে।বহু দিন ধরে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে আসছে রাস্তা মেরামতি ও চওড়া করার জন্য । কিন্তু কিছুতেই কর্ণপাত করেনি পঞ্চায়েত প্রধান বা সোনারপুর পঞ্চায়েত সভাপতি । এদিন দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে টানা দুঘণ্টা বিক্ষোভ দেখানোর পর অবশেষে উপ প্রধানের আশ্বাসে ওঠে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি প্রধানের ঘরে ঢুকে আসবাবপত্র তছনছ করে বিক্ষোভকারীরা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এই পঞ্চায়েতের দখলে রয়েছে সিপিএম। কিন্তু এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন বা সংস্কার কিছুই হচ্ছে না। বিশেষ করে চম্পাহাটি থেকে কালিকাপুর যাওয়ার প্রধান রাস্তার দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল দশা। এই রাস্তা দিয়ে

প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষজন চলাচল করে। স্কুল কলেজে ছাত্র ছাত্রীরাও যাতায়াত করে। বারে বারে বলেও পঞ্চায়েতের তরফ থেকে এই রাস্তা মেরামতির কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।পঞ্চায়েত প্রধান বন্দনা মণ্ডলের অভিযোগ, পঞ্চায়েতের এতো টাকা নেই যে অত বড় রাস্তা সারাবার । এ ব্যাপারে বহু বার পঞ্চায়েত সমিতিকে বলা হয়েছে। সমিতির সভাপতি তরুণ মণ্ডল কোন ভ্রুক্ষেপ করেনি। বন্দনা দেবী বলেন, আমরা পঞ্চায়েত থেকে বহু বার চিঠি দিয়েছি সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে। কিন্তু তরুণ মণ্ডল কোনো কর্ণপাত করেনি । কারণ এটা সিপিএমের পঞ্চায়েত বলে। দ্রুত এই রাস্তা সংস্কারের কাজ শেষ হবে বলে আশ্বাস দেন উপপ্রধান।

### দুর্নীতির অভিযোগে সোচ্চার গ্রামবাসী

**কদম্বগাছী**

**পার্থ ঘোষ, বারাসত :** আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এলাকার উন্নয়নের কাজকর্মকে প্রাধান্য দিয়ে যখন প্রচারে নামছে বারাসত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল নেতৃত্ব, ঠিক তখনই বারাসত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির আওতাধীন কদম্বগাছী গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বজনপোষণ, দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ। এলাকার বেশ কিছু মানুষজন শুক্রবার সকাল থেকে ঘেরাও করে রাখেন কদম্বগাছী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসসহ সংলগ্ন এলাকা। পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক ও দৈনন্দিন কাজকর্ম তাতে ব্যহত হয়। বিক্ষোভরত মানুষের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই তুঘলকি কারবার চলাচ্ছেন প্রধান সামসুর নাহার বিবি। তাদের অভিযোগ সময়মতো পঞ্চায়েতে রেশনকার্ড বা জব কার্ড পাওয়া যায় না। অথচ প্রধানের ছেলেদের নামে জব কার্ড আছে। পঞ্চায়েত গেলে তাদের কাজের জন্য দীর্ঘসূত্রিতায় পড়তে হয়। প্রধানের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ওই সকল জব কার্ড দিয়ে ২০১০ সাল থেকে টাকা তুলছেন প্রধান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

এছাড়া তাদের আরও অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের খাতে পরিশ্রম করার পাশাপাশি ব্যায় বরাদ্দ বাড়ালেও যে গ্রামসভা থেকে প্রধান জিতেছেন সেই সর্দার পাড়াতে উন্নয়নের ছিটেফোঁটা কাজও হয়নি। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েতে ভাল কাজের স্বীকৃতি হিসাবে রাজ্যের মধ্যে চতুর্থ স্থান পায় কদম্বগাছী গ্রাম পঞ্চায়েত। এর

জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ৪৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা অনুদানও পাচ্ছে তারা। অথচ সেই পঞ্চায়েতে এরূপ ঘটনায় স্তম্ভিত সকলে। এই অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে সেই প্রধান এবং স্বামী আব্দুল মতিন মুখে কিছু না বললেও বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে জানিয়েছেন। এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য আরশাদ উদ জামান বলেন, 'অভিযোগ শুনেছি। সকলকে চলে যেতে বলা হয়েছে এবং বিষয়টি উপরমহলে জানানো হয়েছে।'' পঞ্চায়েত ভোটের আগে কদম্বগাছী গ্রাম পঞ্চায়েতে এই প্রকার টানাপোড়েনে স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

# পানীয় জল ও বিদ্যুৎ নিয়ে ঢিলেমি মানব না : মমতা

**কুনাল মালিক, পৈলান :** গত ২৬ মার্চ পৈলানে ভারত সেবাশ্রম সংঘে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পানীয় জল ও বিদ্যুতের সমস্যা নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে দফতরের সচিবদের রীতিমতো ধমক দিলেন। সোনারপুর, বারুইপুর, মগরাহাট সহ দক্ষিণ শহরতলির বজবজ-২, বিষ্ণুপুর-১ ও ২ ব্লকে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের সরবরাহ ঠিক মতো হচ্ছে না। জলের মানও খুব খারাপ। অনেক জায়গায় জলের পাইপ ফেটে গিয়ে এলাকা জলমগ্ন হয়ে যাচ্ছে। দফতরের কোনও হেলদোল নেই। অনেকে আবার আর্সেনিক মুক্ত জলের পাইপ ফাটিয়ে সেচের কাজে ব্যবহার করছে। মুখ্যমন্ত্রী এইসব অভিযোগ শুনে দফতরের সচিব সৌরভ দাসকে বলেন, কেন এ ব্যাপারে দফতর দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এলাকার পুলিশরা কি করছেন। পাইপ কারা ফাটাচ্ছেন, সে ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নিন। গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর সুন্দরবন এলাকার লো-ভোল্টেজের কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী দফতরের সচিব মনোজ পান্ডেকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান শীঘ্রই করতে হবে। এই গরমে জলসংকট মেটানোর জন্য জেলাশাসক ওয়াই

রত্নাকর রাওকে টিউবওয়েল বসানোর আদেশ দেন। পর্যটনের ক্ষেত্রে পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা গোবর্ধনপুর ও কলসকে, যুক্ত করে সাগর-বকখালির সঙ্গে একটি প্যাকেজ করতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী দফতরের সচিবকে নোট করতে বলেন।

ব্লকের ভূমি সংস্কার দফতর প্রসঙ্গে মহেশতলা পুরসভার চেয়ারম্যান দুলাল দাস অভিযোগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভূমিসংস্কার দফতর নিয়ে অনেক অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। দফতরে গেলে আধিকারিকরা মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন। দফতরের সচিব মনোজ পন্থকে এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে বলেন। মুখ্য সচিব মলয় দে বলেন, ভূমি সংস্কার দফতর সম্পর্কে অনলাইনে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা করা হবে।

## প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর দাওয়াই

### মহকুমা অফিস জোকাতে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জেলার সাব ডিভিশন কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, বারুইপুরে যেমন আছে, আগামী দিনে আলিপুর সাব ডিভিশনে জোকায় গড়ে উঠতে পারে। মঞ্চে উপস্থিত কলকালতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে এ ব্যাপারে ব্রতচারী স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। ব্রতচারী সংগঠন যদি জায়গা দেয়, তাহলে আলিপুর সাব ডিভিশনের কার্যালয় ওখানে গড়ে উঠবে।

### হুজুগে মস্তান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র প্রদর্শনকারীদের হুজুগে মস্তান বলে সম্বোধন করেন। তিনি বলেন রামের নামে ভন্ডামী হচ্ছে। পিস্তল, লাঠি, সোর্ড নিয়ে মিছিল— এ বাংলার সংস্কৃতি নয়। বিজেপির নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটি রাজনৈতিক দলের জন্য এসব হচ্ছে। মঞ্চে বসা রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থকে বলেন, যারা এসব করেছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিন।

### ১০০ দিনের কাজে ৭২ শতাংশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা একশো দিনের কাজে ৭২ শতাংশ কাজ করায় মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত খুশি হন। ভাঙড়, বজবজ-২, ক্যানিং-১ ও ২, জয়নগর- ১ ও ২ ব্লক উল্লেখযোগ্য ভাবে ভালো কাজ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী জেলা শাসক ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানান। প্রসঙ্গত, রাজ্যের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ১০০ দিনের কাজে প্রথম হয়েছে।

### তিরস্কৃত সওকত

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রশাসনিক বৈঠকে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, জীবনতলায় একটা বাস টার্মিনাস হলে ভালো হয়। মুখ্যমন্ত্রী তার উদ্দেশ্যে বলেন, জীবনতলায় কটা লোক যায়? ওখানে বাস টার্মিনাস কি হবে? মুখ্যমন্ত্রী এরপর বলেন, ওখানে তুই বোমা তৈরি করছিস আর বন্দুক নিয়ে মারামারি করছিস। তুই এলাকায় জাহাঙ্গীরকে ঢুকতে দিচ্ছিস না কেন? মুখ শুকনো হয়ে যায় সওকত মোল্লার। আর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, শেষে মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেয়ে বসে পড়েন।

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 23, 31 March - 6 April, 2018

# সাময়িকভাবে পাততাড়ি গোটাল কারেকশন, এবার কেনায় নেতৃত্ব বিদেশিদের

**পার্থসারথি গুহ**

ভারতের শেয়ার বাজার যখন ভরপুর বুল জমানার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তখন কারেকশনের নাম শুনলে কেমন যেন নাক সিঁটকাতেন বহু লগ্নিকারী। হ্যাঁ, বলতে দ্বিধা নেই তাঁরা আমার–আপনার চারপাশ দিয়ে সারাক্ষণ চক্কর মেরে আসছেন। অর্থাৎ আমাদের নাগালের মধ্যে থাকা মানুষগুলি উঁচু বাজারে কেমন যেন সম্মোহনের শিকার হয়েছিলেন। কিছুতেই বেচতে চাইছিলেন না প্রচুর লাভে থাকা হাতের শেয়ার। অথচ ইতিহাস বলে যখন বাজার চরম নিচে পড়ে থাকা তখন অনেক সস্তা দামের শেয়ারে এঁরা ভুলেও হাত দেন না। যথারীতি উঁচু বাজারে ঝাঁপিয়ে চড়া দামে শেয়ার কেনেন। আর বাজার কারেকশনে ঢুকলে ভয় পেয়ে সেসব শেয়ার হুটহাট করে বেচে দেন। বলাবাহুল্য, অনেক সময়ই লস–বুক করেও।

**অর্থনীতি**

বাজার যখন দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছিল তখন সূচকের কারেকশন নিয়ে বিন্দুমাত্র হেলদোল ছিল না অসংখ্য লগ্নিকারীর। তাঁরা যেটা ভেবে দেখছিলেন না সেটা হল, নিফটি–সেনসেক্সের এই ফাটাফাটি ইনিংসে ছেদ পড়ছে না ঠিকই, কিন্তু যখন সত্যিকারের যতি চিহ্ন পড়তে শুরু করবে তখন কিন্তু রক্তাক্ত হয়ে উঠবে স্ক্রিনে অন্তর্ভুক্ত বহু শেয়ারই। তাই সাধু সাবধানের মতো বিশেষজ্ঞরা পইপই করে বলছিলেন, সতর্কতা আবশ্যিক। শিখরে থাকা বাজারে যতটা পারবেন কেনার মাত্রা কমিয়ে দেবেন। হাতের শেয়ারে যদি কেনা দামের ওপরে থাকে তবে তা বেচে একবার মুনাফা ঘরে তুলে নিতে পারেন। মনে রাখবেন, এই যে দাম দেখছেন তা আপেক্ষিক। ফের নিচের দামে নাগালের মধ্যে এসে যাবে অনেক শেয়ারই। তখন মনের যাবতীয় সাধ মিটিয়ে কেনাকাটা করবেন।

এখানেই শেয়ার বাজারের গড়পরতা মানসিকতা পুরো উলটো বোঝাচ্ছিল। অনেকে মনে করেন (তাঁদের বোদ্ধা বললেও কম বলা হয়) অমুক শেয়ারের দাম এত হয়ে গিয়েছে বা তমুক শেয়ার এতটা বেড়ে গিয়েছে, সুতরাং ঝাঁপিয়ে কিনতে হবে এবার। না হলে বোধহয় আর কোনও দিন আগের দামে ফেরত আসবে না উক্ত শেয়ার। এঁদের ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ বারংবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে শেয়ার বাজার। আসল কথা হল ধৈর্য্যের ভীষণ অভাব। এর ফলেই তাড়াহুড়ো করে অনেকেই ওপরের দামে শেয়ার কিনে ফেলেন। আবার দাম পেলেও তা বেচেন না লোভের বশবর্তী হয়ে। ফলে লাভবান তো হনই না, বরং কাঁচকলা চুষতে দেখা যায় তাঁদের। দীর্ঘদিন শেয়ার বাজারের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের পরামর্শ মাছ ধরার সময় যেমন ধৈর্য্য ধরে মাছের ফাতনা গেলার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, ঠিক তেমনই শেয়ার কেনার আগে বা কেনার পর তা যথাক্রমে কেনা বা বেচার জন্য সমপরিমাণ ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হয়। তবেই গিয়ে দেখা যায় একজন এই বাজার থেকে সত্যিকারের লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। না হলে সবসময় একটা অসন্তুষ্টি ও হা–হুতাশ করেই কাটিয়েদিতে হয় অর্থ বাজারের অভ্যন্তরে।

কিছুদিন আগেও ১১ হাজারের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছিল। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। ১১ হাজার হয়ে হবে কিনা না আগে এটাই ছিল লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ৯ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে অবশ্য সেসব কিছুই ঘটেনি। ১০ হাজারের ওপরে যাওয়ার পরেও মনের সুখে ব্যাট করেছে মিস্টার নিফটি। হাত খুলে খেলেছে সেনসেক্স বাবুও। ফলে ৩৬ হাজারের মাইলস্টোন পেরোতেও সে একদম সময় নেয়নি। এখন অবশ্য এসবই অতীত। কারেকশন পরবর্তী বাজারে নিফটি ফের ১১ হাজার ও সেনসেক্স ৩৬ হাজার ছুঁতে পারে কিনা সেটাও বিশেষভাবে দেখার।

## সাপ্তাহিক রাশিফল

### নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**৩১ মার্চ – ৬ এপ্রিল, ২০১৮**

**মেষ:** স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কমস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

**বৃষ:** সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

**মিথুন:** লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

**কর্কট:** জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

**সিংহ:** দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

**কন্যা:** অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

**তুলা:** পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

**বৃশ্চিক:** শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

**ধনু:** শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ–ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

**মকর:** কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

**কুম্ভ:** প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন।

**মীন:** শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।

# পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কনস্টেবল ও সাব–ইনস্পেক্টর

**কাজের খবর**

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাজ্য পুলিশে ৬,১০০ কনস্টেবল এবং সাব–ইনস্পেক্টর পদে নিয়োগের দরখাস্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে ১ এপ্রিল। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। উল্লেখ্য,গত ১৭ মার্চ সংখ্যায় 'পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে শীঘ্রই নেওয়া হবে ৬,১০০ কনস্টেবল ও সাব–ইনস্পেক্টর' শীর্ষক সংবাদে এই নিয়োগের খবর আগাম জানানো হয়েছিল। দরখাস্ত করা যাবে কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ১ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল এবং সাব–ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে ৬ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত। সাব–ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হবে আন–আর্মড ও আর্মড ব্রাঞ্চে। মহিলারাও আবেদনের যোগ্য। কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে হোম গার্ড পার্সোনেল, সিভিক ভলান্টিয়ার এবং ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সে কর্মরতরা শর্তসাপেক্ষ আবেদনের যোগ্য।

কনস্টেবল : সম্ভাব্য শূন্যপদ ৫,৩০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। ১–১–২০১৮ তারিখ অনুসারে সিভিক ভলান্টিয়ার, হোম গার্ড ও ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীরা আবেদনের যোগ্য।

দৈহিক মাপজোক : ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৭ সেমি। (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি)। পুরুষদের ক্ষেত্রে না–ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে বুকের ছাতির মাপ হতে হবে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি। উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চতা ও বয়স অনুসারে ওজন হতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। হোম গার্ড এবং ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সে কর্মরতরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : O4/2018/WBPRB.

সাব ইনস্পেক্টর : সম্ভাব্য শূন্যপদ ৮০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক।

দৈহিক মাপজোক : পুরুষের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৭ সেমি (মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতর ১৬০ সেমি)। বুকের ছাতি পুরুষদের ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৯ ও ৮৪ সেমি। ওজন ৫১.৫ কেজি।, ওজন : পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ৫১.৫ কেজি (মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তত ৪৫ কেজি)।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 05/2018/WBPRB.

সব ক্ষেত্রেই প্রার্থীকে বাংলা বলতে, পড়তে ও লিখতে জানতে হবে (দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার বিভিন্ন সাব–ডিভিশনের স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

তফসিলি উপজাতি ও রাজবংশীরা দৈহিক মাপজোকে ছাড় পাবেন। এছাড়া তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.police.wb.gov.in এছাড়া অফলাইনেও আবেদন করা যাবে। অনলাইন–অফলাইন দরখাস্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ১ এপ্রিল থেকে। দরখাস্ত করা যাবে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ডাকে দরখাস্ত পৌঁছনোর শেষ তারিখ ২ মে। অনলাইন দরখাস্তের ক্ষেত্রে চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৪ মে।

সাব ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে অনলাইন–অফলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৬ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত। অনলাইন দরখাস্তের ক্ষেত্রে চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে ১০ মে পর্যন্ত।

আবেদন ও ফি সংক্রান্ত তথ্য এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় জানতে আগ্রহীরা চোখ রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

# হাওড়া জেলায় ১৩৮ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদে ১৩৮ জন মহিলা কর্মী নেবে হাওড়া জেলার আমতা ও বাগনানের শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক অফিস। আমতা–১ এবং বাগনান–১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রামপঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দারাই আবেদন করবেন।

শূন্যপদের বিবরণ : অঙ্গওয়াড়ি কর্মী : আমতা–১ : মোট শূন্যপদ ১০টি। বাগনান–১ : মোট শূন্যপদ ১০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রকল্পের অন্তর্গত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা : আমতা–১ : মোট শূন্যপদ ৭৭টি। বাগনান–১ : মোট শূন্যপদ ৪১টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত অষ্টম শ্রেণি পাশ। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রকল্পের অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

বয়স : ১–৩–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে এগুলি কোনও স্থায়ী সরকারি চাকরি নয়। নির্বাচিত প্রার্থীরা সরকারের নির্ধারিত সাম্মানিক ভাতা পাবেন।

আমতার ক্ষেত্রে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৬৩/আইসিডিএস/আমতা–১ এবং বাগনানের ক্ষেত্রে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২৮২/আইসিডিএস/বাগ–১।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.howrah.gov.in দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা দরখাস্ত ভরা খামের ওপর প্রার্থী যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম এবং প্রার্থীর নাম, জাতি, গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা লিখে দেবেন। দরখাস্ত যে–কোনও কাজের দিন সরাসরি জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্লকের শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের অফিসে। আমতার ক্ষেত্রে দরখাস্ত ৬ এপ্রিল বিকেল ৩টের মধ্যে জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, আমতা ১ সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প, হাওড়া–৭১১ ৪০১ এবং বাগনান–১–এর ক্ষেত্রে ১৩ এপ্রিলল বিকেল ৩টের মধ্যে জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : সুসংহত, শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, বাগনান ১ নম্বর সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প, হাওড়া।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* আমতার ক্ষেত্রে প্রার্থীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো এবং ১ কপি স্ট্যাম্প সাইজের ফটো। একটি পাসপোর্ট ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন এবং আড়াআড়িভাবে সই করে দেবেন। বাগনানের ক্ষেত্রে প্রার্থীর ২ কপি করে পাসপোর্ট ও স্ট্যাম্পে সাইজের ফটো। এর মধ্যে পাসপোর্ট সাইজের ফটোগুলি দরখাস্ত এবং প্রবেশপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। দরখাস্তে সাঁটানো ফটোর ওপর আড়াআড়িভাবে সই করে দেবেন। অন্য দুটি ফটোর পিছনে প্রার্থীর নাম লিখে দেবেন।

* বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

* কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

* প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে আধার কার্ড বা ভোটার কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* প্রার্থীর নাম–ঠিকানা লেখা ও ৬ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো ১০×৪ ইঞ্চি মাপের একটি খাম।

# রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতর ১,০৯৮ জন জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার নেবে। নিয়োগ করা হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসে (বেসিক গ্রেড)। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। এখন অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হলেও পরে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : R/MO/48(1)/2018.

মোট শূন্যপদ : ১,০৯৮টি (সাধারণ ৮৯, তফসিলি জাতি ২৯৮, তফসিলি উপজাতি ২০২, বিসি–এ ২২৪, বিসি–বি ১৯৮, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৮৭)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : এমবিবিএস, সঙ্গে স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল বা মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ৩৬ (স্নাতকোত্তর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০) বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন।

বেতনক্রম : ১৫,৬০০–৪২,২০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ ২১ ও ২২ এপ্রিল।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wb–hrb.in অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের সময় লগ ইন আই ডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি টুকে রাখবেন।

ফি বাবদ দিতে হবে ২১০ টাকা। গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টাল সিস্টেম (জিআরআইপিএস)–এ অংশগ্রহণকারী যে কোনও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। ফি জমা দেওয়ার পর ওয়েবসাইটে পুনরায় লগ–ইন করে দরখাস্ত পূরণ করতে হবে। দরখাস্ত পুরণ করবেন যথাযথভাবে।

হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে যে, প্রতি মাসের ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। আগ্রহীরা বিশদে জানাতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

# রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বিভিন্ন পদে ৩,৬৭৩ জন কর্মী নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ২৩ মার্চ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে এই ৩,৬৭৩ জন কর্মীকে নিয়োগ করা হবে। সূত্রের খবর, যে–যে দফতরে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে আইন, শিক্ষা, প্রশাসনিক সংস্কার, পার্বত্য বিষয়ক দফতরগুলি। এছাড়া, জঙ্গলমহল ও পাহাড়ের মতো স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি বিশেষ বাহিনী গড়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

## শব্দবার্তা ৭২

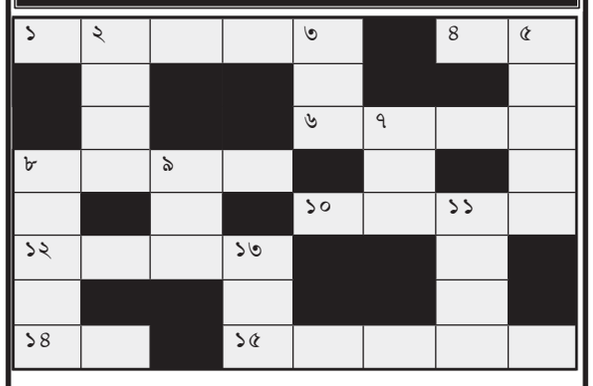

**শুভজ্যোতি রায়**

**পাশাপাশি**

১। অপরাহ্ণ ১০। পবিত্র রান্না! ৬। কেরানি ৮। মাখন, ননি ১০। নিশ্চয়, অবশ্যই ১২। জেলার অংশ ১৪। বলকারক ১৫। প্রয়াত এক বিখ্যাত কার্টুনিস্ট।

**উপর–নীচ**

২। রতি যার স্ত্রী ৩। আলতা ৫। অতুল্য ঘোষের বিখ্যাত গ্রন্থ ৭। আমগাছ। ৮। গাছের নতুন পাতা ৯। রোগহীন, সুস্থ ১১। — আংটি। ১৩। বাতিল।

**সমাধান : শব্দবার্তা ৭১**

**পাশাপাশি :** ১। দুর্ভাগ্যজনক ৫। ভাবিক ৭। শরাফত ৯। কানামাছি ১১। কবালা ১২। ইতরবিশেষ।

**উপর–নীচ :** ২। জলভাত ৩। আমড়াগাছি ৪। চারা ৬। কল্পনা ৭। শব্দাভিধান ৮। ফটিক ৯। কালান্তর ১০। মাট।

**আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩**

## কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

**আমাদের প্রতিনিধি** ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

# বাস বন্ধের মাসুল গুনছে আমজনতা

**সঞ্জয় চক্রবর্তী :** ৬৯ নম্বর বাস। যা এক সময় হাওড়া থেকে চাঁপাতলা–সাঁকরাইল ধুলাগড় হয়ে একাবব্বরপুর পর্যন্ত যাতায়াত করে। দীর্ঘদিন সাঁকরাইল থেকে একাবব্বরপুর পর্যন্ত বাস পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। আর এই বাস বন্ধের মাসুল গুনছে আম জনতা। বাস বন্ধের ফলে সাধারণ মানুষকে বাধ্য হয়ে ট্রেকার কিম্বা অটোয় বাদুর ঝোলা হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ছোট বড় দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। ভোটের সময় সরকারের পক্ষ থেকে বাস চালু হওয়ার কথা বলা হলেও ভোট মিটে গেলে তা যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে যায়। স্কুল–কলেজের ছাত্র–ছাত্রী থেকে নিত্য যাত্রী সকলকেই প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করতে হয়। তাই সকলের দাবি, যদি পুনরায় ৬৯ নম্বর বাস আগের মতো হাওড়া থেকে একাব্বরপুর পর্যন্ত যাতায়াত করে তা হলে এ নিত্য হয়রানি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাই প্রশাসন যদি এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে তাহলে নিত্য যাত্রীরা নিত্য হয়রানি থেকে মুক্তি পায়। এখন দেখার প্রশাসন কত দ্রুত এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসে নিত্য যাত্রীদের পাশে দাঁড়ায়।

# বাড়িতে ফাটল বোমা

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার :** গড়িয়া স্টেশন রোডের পাঁচপোতায় দেশবন্ধু নগরের ৩ নং ওয়ার্ডে এক গৃহকর্তার বাড়ির বাথরুমে বোমা ফাটালো কে বা কারা।সেটা বুঝতে সোনারপুর থানার পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। বাড়ির মালিক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী রায়চরণ জানা। বুধবার রাত ১২টা নাগাদ তার বাড়ির লাগোয়া বাথরুমটি বোমা মেরে চৌচির করে দেয় দুষ্কৃতীরা। দরজার টিন ঝুলছে, চালের অ্যাসবেস্টর উড়ে গেছে। সেই বাড়িতে ৮ ঘর ভাড়াটিয়া–সহ মোট ৩০–৩২ জন লোকের বসবাস। তার মধ্যে বাচ্চারা আছে। বুধবার এক ভাড়াটিয়া বাথরুমে যাবার জন্য জল নিয়ে যেতেই বাথরুমের উপর চালে বিকট জোরে বোমা ফাটতেই তার গায়ে লাগে। বোমার শব্দে বাচ্চারা চিৎকার করে ওঠে। এই ঘটনায় সোনারপুর থানায় অভিযোগ করে গৃহ কর্তা রায়চরণ জানা। সন্দেহের তীর পাশের বাড়ির বিদ্যুত ঘোষের দিকে। কিছুদিন আগে বিদ্যুত ঘোষের সঙ্গে ঝামেলা হয় ড্রেনের জল যাওয়া কে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে বিদ্যুত ঘোষ বলেন, আমি বাড়ি ছিলাম না। সেদিনের বোমার আঘাতে কেউ জখম হয়নি সামান্য একটু লেগেছে ভাড়াটিয়া সচ্চিদানন্দের হাতে। এই ৮ ঘর ভাড়াটিয়া এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। ভাড়াটিয়াদের বক্তব্য, আমরা অনেক দিন ধরে আছি রায়চরণ বাবুর বাড়িতে। ওনাকে কারো সঙ্গে কোনো দিন ঝগড়া বিবাদ করতে দেখিনি। উনি খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ। কিন্তু কারা এই ঘটনা ঘটালো বুঝে উঠতে পারছে না এলাকার বাসিন্দারা। এ ব্যাপারে কেউ গ্রেপ্তার হয় নি। সোনারপুর থানা তদন্তে নেমেছে।

# রমরমিয়া চলছে গাঁজা ব্যবসা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অনেক দিন ধরে গাঁজা, পাতা,সাট্টা জুয়ার কারবার চলছে গড়িয়া স্টেশন পাঁচপোতায় সংঘশ্রী ক্লাবের পাশে কাঠপোলের গায়ে। একটি দোকানে রমরম করে বিক্রি হচ্ছে এই সমস্ত ড্রাগ। এখান থেকে উৎপত্তি হয় ড্রাগের নেশার জন্য টাকা জোগাড় করতে। এরপর নেশার জন্য পাতাখোরেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চুরি করতে শুরু করে দেয়। কোনো দাদা বা নেতা এই ব্যবসা বন্ধ করতে পারছে না। কারণ এক দুষ্কৃতী কারি হাদু বাপ্পাএই ব্যাবসা চালাচ্ছে। এটাই স্থানীয় মানুষের বক্তব্য। এই নেশায় অনেক মানুষের পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সোনারপুর থানার আই সি কে বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন দেখছি।

# গোবর্ধনপুর এবার ভ্রমণ প্যাকেজে

**মেহেবুবগাজী, ডায়মন্ডহারবার:** সুন্দরবনের ভ্রমণ প্যাকেজের তালিকায় এবার নতুন করে সংযোজন হল পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর। পৈলানে প্রশাসনিক বৈঠকে গোবর্ধনপুরকে ভ্রমণ প্যাকেজের মধ্যে রাখার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ বিষয়ে পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা বলেন, এদিনের বৈঠকে গোবর্ধনপুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তিনি গোবর্ধনপুরকে সুন্দরবনের ভ্রমণ প্যাকেজে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এভাবেএগোতে থাকলে আশা করছি দ্রুত এই দ্বীপের চেহারাটাই বদলে যাবে।'

গত কয়েক বছরে বাঁধ ভাঙা গড়ার খেলায় বঙ্গোপসাগরের বুকে নতুন করে তৈরি হয়েছিল এই বালিয়াড়ি। প্রায় ১৫ কিমি লম্বা ও চওড়ায় ১০ কিমি দৈর্ঘ্য এই বালিয়ারি। সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। চারপাশ জুড়ে রয়েছে ঘন ঝাউ, গরাণ, সুন্দরী, হেঁতালের জঙ্গল, পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনার পাশাপাশি বিস্তীর্ণ বালিয়ারিতে লালকাঁকড়ার আনাগোনা। মূলত, জি

প্লট দ্বীপের দক্ষিণ–পূর্বদিকে ক্রমাগত পলি জমতে জমতে তৈরি হয়েছিল এই বেলাভূমি। পাশেই রয়েছে ইন্দ্রপুর, দাসপাড়া ও গোবর্ধনপুর গ্রাম। এই বেলাভূমিতে পৌঁছাতে জি প্লট দ্বীপের ঘাট থেকে তৈরি হয়েছে প্রায় ২০ কিমি পাকা রাস্তা। প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনার সেই রাস্তায় ইতিমধ্যেই যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য ইন্দ্রপুরেএকটি উপকূল থানা আগেই গড়ে তোলা হয়েছে। সুন্দরবন বন দপ্তরের উদ্যোগে ইতিমধ্যে বনশ্যামনগর ও জি প্লটের মধ্যে সড়ক যোগাযোগের জন্য চালতা বুনিয়া নদীর উপর পাকা সেতু তৈরির কাজ চলছে। অন্যদিকে অচিন্ত্যনগরের উত্তরপ্রান্ত থেকে বনশ্যামনগরে সড়ক যোগাযোগের জন্য পাখিরালানদীরউপর পাকা সেতু তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। যেহেতু এই নদীপথ আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে চিহ্নিত তাই সেতুর উচ্চতা বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পর্যটন কেন্দ্রের কাছাকাছি ধনচি, কলস, চাঁদমারি, বনি ক্যাম্প ও ভাগবতপুর কুমির প্রকল্পের মতো সুন্দরবনের আকর্ষণীয় কেন্দ্র রয়েছে। তবে সুন্দরবন ভ্রমণ প্যাকেজের মাধ্যমে নির্জন এই দ্বীপে নিয়মিত পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হলে এলাকার বাসিন্দাদের আর্থ–সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নতি হবে বলে আশা জেলা প্রশাসনের কর্তাদের।

# জমি দখলকে কেন্দ্র করে মা ও ছেলেকে মারধর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সোনারপুরের চৌহাটিতে জমি বিবাদের জেরে মা ও ছেলে কে মারধরের অভিযোগ উঠলো। দীর্ঘ দশ বছর ধরে চলছে এই জমি বিবাদ। সেদিন জমির পাঁচিল নিয়ে বিবাদ বাদে। আক্রান্ত হয় শর্মিষ্ঠা দত্ত ও ছেলে প্রণব দত্ত। অভিযোগ দায়ের হয় সোনারপুর থানায়। এই ঘটনায় অভিযোগের তির পাশের জমির মালিক শ্রীহরি দেবনাথের দিকে। এই দেবনাথ চালাকি করে শর্মিষ্ঠার স্বামী গোপাল দত্তের জমির কিছুটা দখল করে পাঁচিল দেয়। এই নিয়ে দেবনাথের সঙ্গে বিবাদ বাধে শর্মিষ্ঠা ও ছেলে প্রণবের। দেবনাথ বেদম মার মারে মা ও ছেলেকে। সোনারপুর থানায় ডায়েরি হয়। এই ঘটনায় জড়িত সবিতা সরকার নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই পাঁচিল ও জমি দখল নিয়ে গোপাল বাবু ও তার পরিবার বারুইপুর আদালতে মামলা দায়ের করে ও বারুইপুর থানায় অভিযোগ করে। এই বিষয়ে বারুইপুর থানা গোপালবাবুদের পক্ষে রায় দিয়েছে। অন্যদিকে, শ্রীহরি দেবনাথ জমি ছাড়তে নারাজ।

এই নিয়ে সোনারপুর থানায় একটা মীমাংসা করার জন্য দুপক্ষকে ডাকা হয়েছিলো। ফের অভিযোগ দায়ের হয় হরির বিরুদ্ধে। লোকাল সিপিএম কাউন্সিলর রাজীব পুরোহিত কে সঙ্গে করে নিয়ে গোপাল বাবুকে স্ট্যাম্প পেপারে সই করিয়ে নেবার চেষ্টা করে শ্রীহরি কিন্তু গোপাল রাজি না হওয়াতে শ্রীহরি তার দলবল নিয়ে এসে মারধর চালায় গোপালের স্ত্রী ও ছেলের উপর। মাথা ফাটিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় লাঠি, কিল, ঘুষি, চড় সব কিছুই চলেছে শর্মিষ্ঠা ও পুত্র প্রণবের উপরে। কাউন্সিলর দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। এর আগে ওখানেই ন্যাশনাল জিমন্যাস্টিক খেলোয়ারের উপর যেদিন শ্লীলতাহানি হয় সেদিন কাউন্সিলর রাজীববাবু নীরব দর্শক ছিলেন। শমিষ্ঠা ও প্রণবকে প্রাথমিক চিকিৎসা করার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অভিযোগ দায়ের হয় সোনারপুর থানায়। অভিযুক্ত শ্রীহরি দেবনাথ ও তার সঙ্গীরা পলাতক।

# ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু দিদির

**সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিংঃ** ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল দিদির। মৃতের নাম শিপ্রা হালদার(১৩)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার গোপালপুরে। সোমবার দুপুরে বাড়ির পুকুরে ভাই প্রদ্যুত হালদারকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে গিয়েছিল দিদি শিপ্রা। হঠাৎ ভাই জলে তলিয়ে যেতে থাকলে তাকে কোনওমতে পুকুর থেকে উদ্ধার করে শিপ্রা। কিন্তু নিজে আর জল থেকে উঠতে পারেনি। পরে বাড়ির লোকজন জানতে পেরে পুকুরে নেমে উদ্ধার করে নিস্তেজ শিপ্রাকে। নিস্তেজ অবস্থায় তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। নলিয়াখালী জি এন হরিনারায়ণী বিদ্যাপীঠের অষ্টম শ্রেণীর কৃতি ছাত্রী শিপ্রা। প্রতিবছরই স্কুলের পরীক্ষায় ক্লাসে প্রথম স্থান শিপ্রাই অর্জন করে। বেশ কিছুদিন ধরে ভাই প্রদ্যুত বায়না ধরেছিল সাঁতার শেখার। সোমবার দুপুরে তাই ভাইকে নিয়ে বাড়ির পুকুরে সাঁতার শেখাতে গিয়েছিল শিপ্রা। কিন্তু আচমকা পুকুরে ভাইকে তলিয়ে যেতে দেখে তাকে কোনওক্রমে জল থেকে ঠেলে ডাঙায় তুলে দিলেও নিজে ডাঙায় উঠতে পারেনি বছর তেরোর এই কিশোরী। বেশ কিছুক্ষণ দিদি জল থেকে না ওঠায় বাড়ির লোকজনকে সে কথা জানায় প্রদ্যুত। সাথে সাথে বাড়ির লোকজন এসে পুকুরে নেমে উদ্ধার করে শিপ্রাকে। তড়িঘড়ি তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

# ছাত্র আত্মঘাতী

**পার্থ ঘোষ, সল্টলেক :** একাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় আবাসনের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হল একাদশ শ্রেণির ছাত্র। নিউটাউন গ্রিনউড সোনাটা আবাসনে। মৃতের নাম রঞ্জিত কাপুড়িয়া। সে সল্টলেকের ভারতী বিদ্যাভবনের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর কিছুক্ষণ মনমরা ছিল রঞ্জিত। এরপর দুপুর ১: ১৫ নাগাদ আবাসনে ফিরে ছাদে যায় সে, সেখানে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয় সে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

# রামবমীর যুদ্ধে জয়ী গেরুয়া শিবির

**মলয় সুর, হুগলি :** রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের পিচে ওভার বাউন্ডারি মারল বিজেপি। রাম নবমীর মিছিলে গত দু'দিন ধরে যেভাবে অস্ত্র হাতে নিয়ে সর্বত্র মিছিল করলেন রামভক্তরা তা

কার্যত মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিল জোড়াফুল শিবিরকে। আগামী বছর স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অস্ত্র হাতে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নেবেন। পশ্চিমবঙ্গে খুব শীঘ্রই রামরাজত্ব হতে চলেছে। তাবলে সুপর্ণখার রাজত্ব আর চাই না। সোমবার ২৬ মার্চ বিকেলে চুঁচুড়া কাপাসডাঙা ৩ নম্বর হুগলি রেলগেটের কাছে জেলার বিজেপি প্রধান কার্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা এই কথা বলেন। রাহুলবাবু বলেন, তৃণমূল নেত্রী রামনবমীর মিছিল করছেন। কিন্তু বলছেন না অযোধ্যায় রাম মন্দির হওয়া উচিত কিনা। অযোধ্যায় রামের জন্ম হয়েছিল, রামমন্দির হোক। যুগ

যুগ ধরে রামের পুজো চলে আসছে। ভারতীয় জনতা পার্টি এটাকে মাত্রা দিয়েছে। ভারতের যে সংস্কৃতি সেটাকে আবার বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এদিন মঞ্চে সুরেশ পূজারী তার বক্তব্যে জানান, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্য বিজেপি শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে দলের কর্মী সমর্থকদের লড়াইয়ে গর্জে উঠতে হবে। এমনটাই সাফ নির্দেশ দিলেন তিনি। এরই পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে শাসক দলের বিরুদ্ধে হিন্দু ভোটকে একত্রিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হওয়া চাই। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয় বর্গীয় বলেন, এখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাম রাম বলছেন, আর কয়েকদিন পর তিনি মোদী মোদী বলবেন। এখানে তরুণ যুবক–যুবতীরা কোনও চাকরি পাচ্ছে না। শিক্ষিতের হার বেড়ে চলেছে। সেই বেকার ছেলে মেয়েরা কাজের আশায় বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। যে রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, সেই রাজ্যে মন্দির, মসজিদ নিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। যেখানে বাংলা সবার আগে প্রথমে ছিল, এখন সবার পিছনের রাজ্যে চলে গিয়েছে। আগে বাংলা যা পারত, অন্যরা তা পারত না। বাংলা দেশকে পথ দেখাত। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন সঠিক পদ্ধতিতে হলে তৃণমূল হাওয়া হয়ে যাবে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সোনার বাংলাকে বাঁচানোর জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ করে অক্ষুন্ন রাখে এই সোনার বাংলাকে। এরপর কৈলাশজি বলেন, কেন্দ্রীয় মোদী সরকারের যে বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। সেগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তার নাম পরিবর্তন করে সেই প্রকল্প গুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে দিদি এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে বোকা বানাচ্ছেন। উল্লেখ্য এদিন হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের হুগলি ৩ নম্বর রেলগেটের কাছে অনেকটা জমির উপর জেলার প্রধান কার্যালয়টি বিরাট আকারে নির্মাণ হয়েছে। জেলার সভাপতি সুবীর নাগ এর মূল দায়িত্বে রয়েছেন। জায়গাটা চনমনে হয়ে উঠেছে। এদিনের কার্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে বিজেপির শীর্ষনেতারা উপস্থিত ছিলেন। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রকাশজি, রাজ্য সহ সভাপতি রাজকমল পাঠক, মহিলা নেত্রী বেবী তেওয়ারি, জেলার সভাপতি সুবীর নাগ, স্বপন বিশ্বাস, চাঁপদানী মহিলা লড়াকু নেত্রী রাজকুমারী, রাজ্যের নেত্রী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, সমীর রায় চৌধুরী প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালন করেন ভদ্রেশ্বর সুকান্ত কলেজের বাংলার অধ্যাপক পার্থ শর্মা।

# কাটোয়ার নয়া রূপে বিরক্ত শহরবাসী

**দেবাশিস রায়, কাটোয়া:** বছর দেড়েক আগে জনরোষে পুলিশের একাধিক বাইক পুড়েছিল। এবার পুড়ল পুরসভার কাউন্সিলরের বাইক। গত পুরনির্বাচনে প্রকাশ্যে গুলিতে খুন হন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। মাঝেমধ্যেই শহরে বোমাবাজি, দুর্বৃত্তদের দাপাদাপি। অবাধ্য যুবসমাজের বাইকের দৌরাত্ম্য। ক্লাবগুলির মধ্যে সমান্তরাল প্রশাসনের মানসিকতা আর নানাকারণে চাঁদার জুলুমবাজি। নানা উৎসব পালনের আড়ালে রাজনৈতিক আস্ফালন ও শক্তি প্রদর্শন...। মহাপ্রভুর পদধূলিতে ধন্য কাটোয়া। আর শহরের এই নয়া রূপে বিরক্ত শত শত পুরবাসী। সচেতন সাধারণ পুরবাসী এই পরিস্থিতিতে অপেক্ষা করে রয়েছেন সেই দিনটির জন্য যেদিন কাটোয়া শহরে আইনশৃঙ্খলার আর অবনতি হবে না, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হবে না, সর্বত্রই একটা সুপরিবেশ বিরাজ করবে। কিন্তু, কবে ফিরবে সেই সুদিন। এটাই নয়া কাটোয়ার অতি সাধারণ মানুষের কাছে কোটি টাকার প্রশ্ন।

গত ২৪ মার্চ সকালে কাটোয়া শহরের বুকে নন্দলাল বসু রোডে প্রকাশ্যে যে ঘটনাটি ঘটল তা এককথায় অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব। স্থানীয় বাসিন্দার বাড়ির বেআইনি অংশ ভাঙাকে কেন্দ্র করে বচসার মধ্যেই গৃহকর্তার (গণেশ দত্ত) ছাদ থেকে পড়ে রহস্যজনক মৃত্যু হল। আর এঘটনাকে ঘিরে ধুন্দুমার কাণ্ড বেধে গেল। নাগাড়ে চলা ইটবৃষ্টির মধ্যে তীব্র জনরোষে পুড়ল দু'টি বাইক সহ বেশ কিছু সাইকেল। আক্রান্ত হলেন পুরসভার কাউন্সিলর ভাস্কর মণ্ডল সহ কয়েকজন। ভাস্করবাবুর বাইকও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রামনবমী উৎসব উদযাপন ঘিরে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচির মাত্র ২৪ ঘন্টা আগের এই মর্মান্তিক ঘটনায় চড়তে থাকে রাজনৈতিক রংও।

মৃত গণেশ দত্তের পরিবারটি বিজেপি ও আরএসএসের কট্টর সমর্থক হওয়াতেই এই রাজনৈতিক রং চড়ে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। বিজেপির পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, কাটোয়া শহরজুড়ে অসংখ্য বেআইনি নির্মাণ রয়েছে। কিন্তু, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বর্তমান পুরবোর্ড শুধু বেছে বেছে বিজেপি সহ বিরোধী দলের কর্মী–সমর্থকদের চিহ্নিত করে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার খেলায় মেতেছে। গণেশ দত্তর পরিবারটি বিজেপি ও আরএসএসের মতাদর্শে বিশ্বাসী। শহরে আমাদের ঘোষিত রামনবমীর কর্মসূচিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যেই আগেরদিন সুপরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান তথা কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য বিজেপি নেতৃত্বের এহেন অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, পুরসভা ওই বাড়ির বেআইনি নির্মাণটুকু ভেঙে নেওয়ার জন্য গৃহকর্তাকে একাধিকবার নোটিশ পাঠালেও কোনও কাজ হয়নি। শেষপর্যন্ত পুরবোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিতে গেলে একজন কাউন্সিলর সহ পুরকর্মীরা আক্রান্ত হন। পুরবোর্ড আইন মেনে বিধিভঙ্গকারী সকলের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

এই ঘটনার পরদিন রামনবমী উৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে সকালে বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়েছিল। বিকেলে বিজেপি নেতা কৃষ্ণ ঘোষের নেতৃত্বে অপর মিছিলটি বের হয়। দু'টি মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রম করে। তবে, দু'টি মিছিলের বহর দেখে শহরের বাসিন্দারা একবাক্যে বিজেপির আয়োজনকে এগিয়ে রেখেছেন। তাঁদের মতে, এর আগে কাটোয়া শহরে এতবড়ো মিছিল দেখা যায়নি।

যুযুধান দুই দলের এই কর্মসূচিকে অবশ্য সাধারণ শহরবাসী আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক শক্তিপরীক্ষা বলে মন্তব্য করেছেন। যদি সেটাই হয় তাহলে বলতেই হবে সেই শক্তিরীক্ষায় নিঃসন্দেহে লেটার মার্কস পেয়ে পাশ করেছে বিজেপি। অপরদিকে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেস কোনওরকমে টেনেটুনে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, তাঁরা রাজনৈতিক শক্তিপরীক্ষার লড়াইয়ে নামতে চাননি। তাঁরা শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণভাবে এই উৎসব পালনের বার্তা সকলের মধ্যে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। রাজ্যজুড়ে রামনবমী উৎসব পালনের নামে বিজেপি যা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটালো তাতে প্রমাণ হয়ে গেল তারা শান্তি চায় না। আর আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপিকে এর মূল্য চোকাতে হবে। বিজেপির কৃষ্ণ ঘোষের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস এ রাজ্যে তোষণের রাজনীতি করছে। এতে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ। ফলে দলে দলে মানুষ বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন।

কাটোয়া শহরে জনসংখ্যার পাশাপাশি শিক্ষিতের হার ক্রমবর্ধমান। মোট ২০টি ওয়ার্ডের এই পুরশহরের দিকে প্রায়শই বিভিন্ন কারণে রাজ্যবাসীর নজর আটকে যায়। যেগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি। এসবকে কেন্দ্র করে শহরবাসীদের মাঝেমধ্যেই চরম অসুবিধা ও দুঃশ্চিন্তার মধ্যে পড়তে হয়। সাধারণ শহরবাসীর দাবি, রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ স্বার্থে নানান বেআইনি কার্যকলাপকে মদত দিচ্ছে। তাদের একাজে সহযোগিতা করছে দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকা প্রমোটাররা এই দুষ্কৃতীদের সাহায্যেই বেআইনিভাবে জমি ভরাটের পর তা চড়া দামে বিক্রি করে মোটা টাকা মুনাফা লুটছেন। সেই টাকারই একাটা অংশ চলে যাচ্ছে পার্টি ফান্ডে। তাই রাজনৈতিক দলগুলির কাছে দুষ্কৃতীদের কদর থাকায় তাদের দৌরাত্ম্য বাড়বে এটাই দস্তুর। সাধারণ মানুষ এদের কাছে কার্যত অসহায়। কাটোয়া শহরের নয়া এই রূপের কবে যে পরিবর্তন হবে সেদিকেই তাকিয়ে সাধারণ পুরবাসী।

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ

অমলা নার্সিং হোম

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনার অধীনস্থ নার্সিং হোম

মেটারনিটি + সার্জিক্যাল

নোদাখালী নূতন রাস্তার মোড় রানিয়া রোড

Mob.: 9836171184/8936367214/9874674590

প্রোপাইটর : অলোকা ঘোষ পরিচালনায় : ডাঃ দিলীপ ঘোষ

এখানে অবিশ্বাস্য কম খরচে কলিকাতার অভিজ্ঞ সার্জেন দ্বারা এ্যাপেনডিক্স, গলব্লাডার, হাইড্রোসিল, হার্নিয়া, পাইলস, সিজার, হিসট্রেকটমি এবং অস্থিরোগের সমস্ত রকম অপারেশন করা হয়, এছাড়া এখানে নরমাল ডেলিভারীর সু-ব্যবস্থা আছে

এখানে যে সমস্ত ডাক্তারবাবুগণ নিয়মিত রোগী দেখেনঃ–

১) ডাঃ বি. ডি. মন্ডল — M.B.B.S. DGO (KOL)–MD (KOL) AACME (USA) কনসালটেন্ট গাইনোকলজিস্ট — প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ — প্রতি শুক্রবার ৪–৬টা পর্যন্ত

২) ডাঃ বিজন বিশ্বাস — M.B.B.S. M.S (Kol) ( জেনারেল সার্জেন) — প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা –১টা পর্যন্ত, (অন্যান্য দিন অন কল)

৩) ডাঃ ঋদ্ধিদেব বর্মন — (অর্থপেডিক সার্জেন) M.B.B.S., M.S (Ortho) W.B.M.C. — প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬টা–৭টা পর্যন্ত (অন্যান্য দিন অন কল)

এখানে অতি যত্নসহকারে অল্প খরচে মাইনর ও মেজর অপারেশন করা হয় এবং অস্থি রোগের সমস্ত চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া RSBY কার্ডের মাধ্যমে বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও অপারেশনের সুব্যবস্থা আছে

বিঃ দ্রঃ–এখানে অতি অল্প খরচে ডেলিভারী ও ফটোথেরাপি মেশিনের মাধ্যমে শিশুরোগের সু–চিকিৎসা করা হয়। দিবারাত্রি ডাক্তারবাবু থাকেন

বিঃ দ্রঃ– অমলা নার্সিং হোম আগামী দিনে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মান্যতা প্রাপ্ত নার্সিং হোম হতে চলেছে

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ৩১ মার্চ – ৬ এপ্রিল, ২০১৮

# অস্ত্রের ঝনঝনানি ও রাজ্য রাজনীতি

নতুন এক সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়েছে রাজ্যে। যদিও এই পরম্পরা ভারতের উত্তর ভাগ–সহ বিভিন্ন প্রদেশে অনেকদিন ধরেই লালিত। কিন্তু তার বঙ্গজ সংস্করণ না হয়ে পুরোপুরি গো–বলয়ের কায়দায় রামপুজো হওয়াতে এই রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা নাকি বেজায় হতাশ, অসন্তুষ্ট। আর সরকারের নানা সুযোগ–সুবিধায় সমৃদ্ধ এই বুদ্ধিজীবী মহাশয়রা রীতিমতো রে রে করে উঠছেন বিজেপির নেতৃত্বে রাজ্যে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে। তাঁদের সব রাগ যেন গিয়ে পড়েছে আমাদের কাছে ঈশ্বররূপে পূজিত রামচন্দ্রের ওপর। বিজেপি যে কার্যকলাপ চালাচ্ছে তা যেন বানরসেনার কাজ। অথচ তাঁরা হয়তো ভুলে যাচ্ছেন হাজার হাজার বছর ধরে রামচন্দ্র আমাদের ঘরের দেবতা, কাছের মানুষ হিসেবেই বন্দিত হয়ে আসছে। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের ভাবনা থেকেই গড়ে উঠেছে রামরাজ্যের মডেল। শান্তি আর সুখের সহাবস্থানে ভরা এই রামরাজ্যের স্বপ্ন ভারতবাসীই মাত্র দেখে থাকে। তাই এক অংশ থেকে (পড়ুন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী) যতই রামচন্দ্রকে আর্যদের দেবতা বলে একটা বিদেশি ভাবমূর্তি দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা সেটা আর নতুন করে বলতে হয় না। তাহলে ঘটনা কি দাঁড়াল রাম ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। আরে অন্য সকলের লেখা ঝেড়ে ফেলতে পারলেও বাঙালি কি কখনও কৃত্তিবাস ওঝাকে অস্বীকার করতে পারবে। বুকে হাত রেখে কেউ বলতে পারবে ছোট বেলায় ভয় পেলে তারা আউরান নি, ভূত আমার পূত পেত্নী আমার ঝি, রাম লক্ষ্মণ সঙ্গে আছে করবে আমার কি। এতে থেকে সাফ বোঝা যায় রামচন্দ্র বাঙালির মননে চিরকাল বিরাজ করছেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই ধারা এই বহন করে চলেছে। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কায়দায় রামচন্দ্রকে ভেতো বাঙালির ঘরে উপস্থাপন করার চেষ্টা হচ্ছে তা হয়তো পুরোপুরি ঠিক নয়। তা বলে অস্ত্রের মিছিল দেখে যাঁরা একে বাইরের তকমা লাগাতে চাইছেন তাঁদের কাছে সবিনয় নিবেদন ভারতের সংস্কৃতিতে কিন্তু এই অস্ত্রের কথা নানাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি রামায়ণ ও মহাভারতের থেকে ধার নিয়ে আজকের উন্নত বিশ্ব অনেক অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করেছে তাও জলের মতো পরিস্কার। এদেশের সঙ্গে নাড়ির যোগ থাকা সংস্কৃত ভাষা ও গীতাকে আপন করে নিয়েছে জার্মানির মতো শক্তিশালী রাষ্ট্র। আর আমরা চাট্টি ইংরেজি লেখাপড়া শিখে বলছি, এই অস্ত্রের ঝঙ্কার কি আমাদের সাজে। এটা ঠিক অস্ত্রমিছিলের নামে গুণ্ডামি বা মানুষ খুন করা কখনও কাম্য নয়। তা বলে নিজেদের সংস্কৃতিকে ঝোলায় পুরে রাখাটাও বোধহয় ঠিক নয়। এ রাজ্যের সাম্প্রতিক যে অস্ত্রের ঝনঝনানি তাতে বিরোধী বিজেপির সঙ্গে নাম জড়িয়েছে শাসক তৃণমূলেরও। তাই বিজেপির ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা, প্রশাসনিক গলদ মোটেই লুকিয়ে রাখা যায় না। আরে বাবা অন্নপূর্ণা–বাসন্তী পুজোর মাধ্যমে যে পালটা দেওয়া যেত সেটা কী ভুলে গিয়েছিল এখানকার শাসক শিবির।

## অমৃত কথা

### কর্মযোগ

কিছু পরে ভিক্ষা করিতে তাঁহাকে শহরে যাইতে হইল।একটি গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, 'মা, আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন।' ভিতর হইতে উত্তর আসিল, 'বৎস, একটু অপেক্ষা কর।' যোগী যুবক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'হতভাগিনি, তোর এতদূর স্পর্ধা! তুই আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিস? এখনও তুই আমার শক্তি জানিস না।' তিনি মনে মনে এইরূপ বলিতেছিলেন, আবার সেই কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, 'বৎস! এত অহঙ্কার করিও না, এখানে কাক বা বক নাই।' তিনি বিস্মিত হইলেন, তথাপি তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল অবশেষে সেই নারী বাহিরে আসিলেন, যোগী তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিলেন, 'মা, আপনি কিরূপে উহা জানিলেন?' তিনি বলিলেন, 'বাবা, আমি তোমার যোগ তপস্যা কিছুই জানি না। আমি একজন সামান্য নারী। তোমাকে অপেক্ষা



করিতে বলিয়াছিলাম, কারণ আমার স্বামী পীড়িত, আমি তাঁহার সেবা করিতেছিলাম। সারা জীবন আমি কর্তব্য পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিবাহের পূর্বে মাতাপিতার প্রতি কন্যার কর্তব্য পালন করিয়াছি। এখন বিবাহিতা হইয়া স্বামীর প্রতি আমার কর্তব্য করিতেছি। ইহাই আমার যোগাভ্যাস। এই কর্তব্য করিয়াই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে, তাহাতেই আমি তোমার মনোভাব ও অরণ্যে তোমার কৃত সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। ইহা হইতে উচ্চতর কিছু জানিতে চাও তো অমুক নগরের বাজারে যাও, সেখানে এক ব্যাধকে দেখিতে পাইবে। তিনি তোমাকে এমন উপদেশ দিবেন, যাহা শিক্ষা করিলে তোমার পরম আনন্দ হইবে। সন্ন্যাসী ভাবিলেন, ঐ নগরে একটা ব্যাধের কাছে কেন যাইব?'

কিন্তু যে ব্যাপার এখানে দেখিলেন, তাহাতেই তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইয়াছিল, সুতরাং তিনি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। নগরের নিকটে আসিয়া বাজার দেখিতে পাইলেন। সেখানে দূর হইতে দেখিলেন এক অতি স্থূলকায় ব্যাধ বসিয়া বড় ছুরি লইয়া মাংস কাটিতেছে, নানা লোকের সহিত কথা বলিতেছে ও কেনা–বেচা করিতেছে।

## ফেসবুক বার্তা




# সত্যনিষ্ঠ রাজনীতির চর্চাই পারে সমাজকে সৎ পথে চালিত করতে

**নির্মল গোস্বামী**

১৮৭৫–৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ভবানীপুরের মুখার্জী বাড়ির ছেলেটা দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। পড়াশোনায় মেধাবী ছাত্র হিসাবে ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছে। সামনে এমএসসি ফাইনাল পরীক্ষা। ছেলেটি দিনরাত পড়াশোনা করে চলেছে। আজ পর্যন্ত কোনও পরীক্ষাতেই দ্বিতীয় হয়নি। তাই এমএসসিতেও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে হবে এই তার পণ। স্নেহশীলা জগৎতারিণীদেবী একদিন পুত্রের পড়ার ঘরে এসে ছেলের পাশে বসে গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, রাতদিন পড়ে পড়ে শরীরটা কেন নষ্ট করছিস বাছা, এতো কষ্ট করার কী দরকার? ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল এইটুকু কষ্ট না করলে তোমার ছেলে তো ফার্স্ট হতে পারবে না মা। মা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল প্রতিবছর তোর ফার্স্ট হওয়ার কী দরকার বাবা! আর পাঁচটা মায়ের ছেলেরাও তো পরীক্ষা দিচ্ছে, তাদের কেউ না হয় এবছর ফার্স্ট হল, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে? মায়ের কথা শুনে ছেলে পড়া বন্ধ করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর এই মায়ের পুত্র হিসাবে গর্বে তার বুকটা ফুলে উঠল। সেই একবারই মায়ের কথার অবাধ্য হয়েছিল। তারপর সারা জীবন মাতৃ আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গিয়েছেন। এমন কি বাংলার বড়লাটের আদেশকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন। এই মহীয়সী মাকে আমরা কেউ মনে রাখিনি। ইনি হলেন তেজস্বী পুত্র বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জননী।

আজ সঙ্কটময় বাঙালি জাতি। গভীর কলঙ্কের দাগ তার শিক্ষা সংস্কৃতির সাম্প্রতিক ইতিবৃত্তে। শিক্ষককূল, ছাত্রকূল, অভিভাবককূল সকলেই শঙ্কিত, এতোটুকু নিরপেক্ষতা একটু স্বচ্ছতা আজ তার বড় প্রয়োজন। তাই পতন উন্মুখ বাঙালিকে অতীতের গৌরবময় চির অমলিন এক নৈবর্ক্তিক শাশ্বত মাতৃত্বের ছবির সামনে দাঁড় করিয়ে দিলাম। অতীতের অপস্রিয়মাণ ক্ষীণ আলোকে যদি আমরা আমাদের অন্ধকারটা দেখতে শিখি। এক



মা কায়মনবাক্যে চাইছে পুত্রের সাফল্যের সুখ আর কোনও মা অনুভব করুক। তাদেরও ছেলেরা যেন মাঝে মাঝে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। আর আজ শিক্ষারত্ন উপাধিতে ভূষিত শিক্ষক মশাইও চাইছেন অন্য কোনও ছাত্রের প্রকৃত মেধার স্বীকৃতি অসৎ উপায়ে কেড়ে নিয়ে নিজের বিদ্যালয়ের নমাডাক বাড়াতে। তার জন্য সুকুমারমতী নিষ্পাপ মেধাসম্পন্ন ছাত্রকে শেখাচ্ছেন চৌর্যবৃত্তি। নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে, প্রশ্ন ফাঁস করে তার উত্তর যোগাড় করে ছাত্রের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে নিখুঁত দুষ্টু পরিকল্পনার জাল তিনি বিস্তার করেছিলেন তাতে হতবাক হতে হয়। কাদের হাতে ১৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর প্রথম মেধা যাচাইয়ের ভার তুলে দিয়েছি আমরা। এ কোন সকাল হল যা রাতের চেয়েও অন্ধকার।

পরীক্ষায় টোকাটুকি হয়। আবার টোকাটুকি করতে গিয়ে গার্ড রূপী শিক্ষককে হেনস্থা হতে হয়। আমরা দেখেছি পরীক্ষা হলে নকল পৌঁছে দেওয়ার জন্য কত রকমের ফন্দি ফিকির। আবার অসাধু কর্মীদের দ্বারা প্রশ্নপত্রও ফাঁস করার ঘটনা ঘটেছে অতীতে। বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে অতীতে। কিন্তু সবের জন্য প্রশাসনিক স্তরে দোষারোপ করেই আমরা ক্ষান্ত থেকেছি। কিন্তু এমন বুকের ভিতর গুড়গুড় ধ্বনি শোনা যায়নি। কারণ এবারের দুর্নীতির স্তরটা একেবারে শিকড় ধরে টান দিয়েছে। যিনি এই দুর্নীতির চিত্রনাট্যের রচয়িতা তিনি বাংলার শিক্ষারত্ন। পরীক্ষার চারজন ভেনু অপারেটারের মধ্যে একজন। তাঁর এহেন কুকীর্তিতে আজ নৈতিকতায় টান পড়েছে।

সমাজে নৈতিক অবনমন দ্রুত ঘটছে একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে। এই নৈতিকতা থাকলো কি থাকলো না তা নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামাই না। কিন্তু তার নগ্নরূপ যখন প্রকাশ পায় তখন আঁতকে উঠি। ব্যক্তি পরিসরে যতক্ষণ না ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি ততক্ষণ আমরা নীতি নৈতিকতাকে অক্ষমের অজুহাত বলে উড়িয়ে দিই। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে অর্থ যশ আয়ত্ব করতে হলে নৈতিকতার গলা টিপে মারতে হবে এমন ধারণা সুকৌশলে আমাদের মনে গড়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এই আপ্ত বাক্য শেখানো হয়। কিন্তু সেই বাপেরা আজ আর নিরাপদ নয়। পরপর তিনদিনের তিনটি ঘটনায় বাঙালি শিউরে উঠেছে। মেদিনীপুরে ছেলে বউমা মিলে সম্পত্তির লোভে নিজের বাবাকে খুন করে নৃশংসভাবে করাত দিয়ে হাত–পা প্রভৃতি অঙ্গ টুকরো টুকরো করে কাটে তারপর তা বিভিন্ন স্থানে মাটিতে পুঁতে দেয়। বর্ধমানের অন্ডালে বাবার সরকারি চাকরি পাওয়ার লোভে বাবাকে পরিকল্পনা করে খুন করে বাইক দুর্ঘটনা বলে চালাবার চেষ্টা করে। পরের দিন বারাকপুরে এক পুত্র বাবার কাছে ব্যবসার টাকা চেয়ে না পেয়ে ৬০ হাজার টাকার বিনিময়ে ভাড়াটে খুনি ঠিক করে বাবাকে খুন করার জন্য। পিতার আপন ঔরসজাত সন্তান কখন যে এমন হিংস্র হয়ে উঠল। কখন যে সে সমস্ত নৈতিকতা, পারিবারিক বন্ধন, রক্তের সম্পর্ক সব কিছুকে অস্বীকার করল নিছক ব্যক্তিগত লাভের লোভে তা আমরা জানতেই পারলাম না। কারণ আমরা জেগে ঘুমিয়ে থেকেছি। কেউ কেউ চোখ চেয়ে ঘুমান। আমরা সমাজের পরিচালকরা চোখে চেয়ে থেকেছি কিন্তু কিছুই দেখিনি। আগে আমরা নিজেদের স্বার্থ মানে পরিবারের স্বার্থের কথা ভাবতাম। বাবা, মা, ভাই, বোন মিলে সকলের স্বার্থ মিশে থাকত আমার স্বার্থের সঙ্গে। আজ আমার স্বার্থ নিছক আমার। সেখানে কেউ নেই না বাবা–মা, না স্ত্রী সন্তান। আমরা ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছি সেই সঙ্গে আমাদের স্বার্থচিন্তাও সঙ্গীহীন হয়ে পড়ছে— যা আগামী দিনে সমস্ত পারিবারিক কাঠামোকে ভেঙে চুরমার করে দেবে। মানুষ শুধু ,কটা জীব। তার আর কোনও পরিচয় নেই। তাকে খুন করতে এতোটুকু হাত কাঁপে না, মনে মমতার উদয় হয় না। দুটি কিশোর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে যেতে দুজনে কোনও বিষয়ে ঝগড়া হয়েছে। সামান্য মারামারি হয়েছে। বিকালে পরীক্ষা দিয়ে এসে একজন আরও ছেলেদের সঙ্গে এনে অপরজনকে খুন করল। এর থেকে জঙ্গলে বাস করা তো অনেক নিরাপদ।

আসলে একটু একটু করে আমরা সমাজটা জঙ্গল বানিয়ে ফেলেছি। সভ্য সমাজের মননে লোভ, ভোগ, কর্তৃত্ব অসত্য ইত্যাদির আগাছারা একটু একটু করে বেড়ে আজ জঙ্গলের রূপ নিয়েছে। সততা, নীতিবোধ, স্নেহ, প্রেম–সহমর্মিতা ইত্যাদির পরিচর্যার অভাবে একটু একটু করে শুকিয়ে মরে গিয়েছে।

আর এই সবের পিছনে রাজনীতির প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। যত অপরাধ রাজনীতির ছত্রছায়ায় লালিত পালিত হয়ে ক্রমশ সমাজের সাধারণ মননে শিকড় ছড়ায়। জলপাইগুড়ির হরিদয়াল রায় যে কাণ্ড ঘটিয়েছেন তা একদিনে হয় নি। অনেক অপরাধ গোপনে সংগঠিত হয়েছে অতীতে। কলকাতা ইউনিভার্সিটির রেজিস্টারকে মনে আছে? মনীষা মুখোপাধ্যায়ের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল সারা রাজ্য। খবরে প্রকাশিত হয়েছি যে তার কাজ ছিল ১৫ কে ৫১ করা। ইরাকে ৩৫ জন ভারতীয়কে আইএস জঙ্গিরা মেরে দিল সম্প্রতি তাদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। কিন্তু মনীষার কঙ্কাল আজও পাওয়া যায়নি। পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধে বহুবার বহুরূপে ঘটে চলেছে রাজনীতির মদতে। ওই প্রধান শিক্ষক একটি রাজনৈতিক দলের শিক্ষা সেলের সভাপতি। রাজনীতির বর্ম ছিল তার রক্ষাকবচ। এখন বর্ম ভেদ করে কিনা সেটাই দেখার। পরীক্ষা কেলেংকারি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় সামাজিক অবক্ষয়েরই আর এক রূপ।

## পাঠকের কলমে

### লাইব্রেরি সায়েন্স পড়তে আগ্রহী

আমি, দর্শন বিষয় সাম্মানিক স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। আগামী দিনে সাম্মানিক স্নাতক সম্পূর্ণ করার পর আমার ইচ্ছা 'Bachelor in Library Science' বিষয় পড়াশোনা করে অগ্রগতি ঘটানোর। শুনেছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে পড়ার ব্যবস্থাপনা রয়েছে। আমার প্রশ্ন এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সহ বৃহত্তর কলকাতার অন্যান্য কোথায় এ বিষয়টি পড়ানো হয় এবং এই বিষয়টি কর্মক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা কতটা। সে বিষয়ে যদি বিশদ ভাবে জানান, তাহলে আমার মতো নবীন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবো।

অসংখ্য ধন্যবাদান্তে,

ইতি—সহেলি দাস

এলআইজি –১৫, সরসুনা স্যাটেলাইট টাউনশিপ, কলকাতা –৬১। ফোন : ৯৬৭৪১৬৫৮৯৫

### গল্প বিভ্রান্তি

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

২৪ মার্চ–৩০ মার্চ সংখ্যায় 'মনের খেয়াল' বিভাগে প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়ের গল্পটি (মৃত্যুঞ্জয়) পড়ে মনে হল এটি সেই মৃত্যুর পরে অজানা জগতের কাহিনী। বিশেষ করে গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটি পড়ে এই ধারণা আরও দৃঢ় হল। তবে লেখকের সাথে ফোনে কথা বলে জানলাম, গল্পের মূল বিষয়বস্তু কাল্পনিক, তবে শেষটা সত্যি, গল্পটি 'সায়েন্স ফিকশান'— তাই কি? বস্তুত গল্পটির শেষে একটি মন্তব্য জুড়ে দেওয়া উচিত ছিল বলে মনে করি : 'এটি একটি কাল্পনিক ঘটনা, শেষটা সত্যি'– এই ধরনের 'মন্তব্য' শেষে জুড়ে না দিলে পাঠকের কাছে ভুল বার্তা যাবে। গল্পটি ছোটদের বিভাগে প্রকাশের উপযুক্ত নয় বলে মনে করি। অবশ্যই এই সমস্তই আমার ব্যক্তিগত ধারণা— লেখকের কাছে গৃহীত নাও হতে পারে।

সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে,

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮/বি তেলীপাড়া রোড
কলকাতা–৭০০ ০২৫

## শ্রদ্ধার্ঘ

# ভগবানজির আরেক প্রত্যক্ষদর্শী প্রয়াত

**জয়ন্ত চৌধুরী:** ভগবানজির সান্নিধ্যে এসেছিলেন কিছুদিন, নীরবেই চলে গেলেন তিনি ৬৭ বছর বয়সে উত্তর কলকাতার ঝামাপুকুর লেনের বাসভবনে গত ২৭ মার্চ সন্ধ্যায়।

প্রায় ২৩ বছর আগে সুরজিৎ দাশগুপ্তের সাথে পরিচয়। ওঁনার মামা ভগবানজির 'সুকৃত' শ্রী সুনীলকৃষ্ণ গুপ্ত বিপ্লবী শহিদ দীনেশ গুপ্তের বংশধর। এক চলমান নেতাজি অভিধান হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। সেই পরম্পরা মেনেই সুরজিৎদা কলকাতা হাইকোর্টে শ্যাম বেনেগালের 'ফরগটেন হিরো' ছবিতে নেতাজির চরিত্র হনন কিংবা 'স্ত্রীকন্যা' সংক্রান্ত তথাকথিত সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আইনি পথে গিয়েছিলেন। অনেকের সঙ্গে এই প্রতিবেদকও তাঁর সেদিনের



লড়াইয়ের সাক্ষী ছিলেন। প্রতিবেদকের সঙ্গে একদা এই সব ব্যাপারে হাইকোর্টের আইনজীবী রুদ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য ও সুরজিৎদা প্রায় সারাদিন অতিবাহিত করেছিলেন। গবেষণা সূত্রে প্রাপ্ত রাজ্য লেখ্যাগারের একটি গুরুত্বপূর্ণ নথির সরকারি প্রত্যায়িত কপি প্রতিবেদক ওনাদের হাতে সেদিন তুলে দিয়েছিলেন। শৈলমারী তত্ব না মানলেও ভগবানজির অস্তিত্ব মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন সুরজিৎদা।

প্রকাশ্য সভা কিংবা কোনও চ্যানেলে আসতে না চাইলেও শেষ জীবনে ফেসবুকে লাইভ–এ আসতেন। নেতাজি নিয়ে ন্যায়ের পক্ষে লড়াকু মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। দুরারোগ্য লিভার ক্যান্সার ছিনিয়ে নিল এমনই একজন সৈনিককে। এ অভাব সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

# অমরচাঁদ কুণ্ডুর অবদানে সমৃদ্ধ মানবসমাজ

## মানবিক মুখ



**দেবাশিস রায়, কাটোয়া:** জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে....। তবুও মানুষ অমরত্ব লাভ করতে পারে। সমাজের প্রতি উদার ভালোবাসা, অভাবনীয় সৃষ্টি ও পূণ্যকাজের মধ্য দিয়েই মানুষ যুগের পর যুগ সকলের মাঝে বেঁচে থাকে। সুজলা সুফলা এই ধরাধামে এমন মহামানব আজও পথপ্রদর্শক। যাঁদের দেখানো পথে বর্তমান সমাজ সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। হিংসা কবলিত এই পৃথিবীটা তাঁদের জন্যই আজও বড়োই সুন্দর মনে হয়। যুগে যুগে মানবসমাজ যখনই সমস্যায় পড়েছে তখনই মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে। এখনও সমস্যাসঙ্কুল এই সমাজব্যবস্থায় অসহায়, রিক্ত, নিঃস্ব, দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অনেকেই। এনারাই মানববন্ধু, সমাজবন্ধু, সমাজসেবক।

এমনই এক ব্যক্তি অমরচাঁদ কুণ্ডু। পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার জ্ঞানদাস কান্দরা এলাকার বাসিন্দা অমরচাঁদ কুণ্ডু তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সেবামূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে হাজার মানুষের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিয়েছেন। নানাদিক থেকে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষার উন্নতিতে একাধিক কলেজ নির্মাণ, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদের নানাবিধ সহায়তা প্রদান, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে একের পর এক শিল্প স্থাপন, দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষের জন্য বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অমরচাঁদ কুণ্ডুর অবদান অনস্বীকার্য। পাশাপাশি বাংলার ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতির উন্নতিতেও তিনি কাজ করে চলেছেন। এজন্য তাঁর নাম দুই বর্ধমান জেলার পাশাপাশি সন্নিহিত বীরভূম, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকী, বাংলাদেশেও তিনি বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছেন তাঁর নানাবিধ সেবামূলক কাজকর্মের জন্য। এই মহানুভব উদারচিত্তের মানুষটিকে সম্প্রতি সমাজবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। গত ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বিশ্ববাংলা সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত সভায় অমরচাঁদ কুণ্ডুকে সংবর্ধিত করা হয়। অমরচাঁদবাবু বলেন, বাংলাদেশের এই সম্মান আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যতদিন শরীর সুস্থ থাকবে চেষ্টা করব মানুষের পাশে থাকার। সকলেই যদি সাধ্যমতো সমাজের প্রতি সহযোগিতার হাত বা।য়ে দেয় তাহলে এই সমাজ সর্বাঙ্গীণভাবে সুন্দর হয়ে উঠবে এটা আমি বিশ্বাস করি।

## পার্বন

# ১২৪ বছরের বাসন্তী পুজো

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বাখরা হাটে দত্ত বাড়ির বাসন্তী পুজো এবছরে ১২৪ বছরে পদার্পণ করল। গত ২৪ মার্চ মহাসপ্তমীর দিন 'কালাচাঁদ দত্ত' ভবনের বাইরে বেলতলায় পূজারম্ভ হয়, তারপর চাঁচর জ্বালানো, তারপর ঠাকুরের স্থায়ী মঞ্চে মায়ের পুজো আরম্ভ হয়। চারদিন ধরে পুজো হয়। কালাচাঁদ দত্তের পরিবারের শাখা প্রশাখা বিভক্ত। এই বাসন্তী পুজোকে কেন্দ্র করে সকলেই একত্রিত হয়। দত্তবাড়ির ঠাকুর দালানে স্থায়ী নাটমঞ্চ আছে সেখানে চারদিনেই বিভক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য। দোলা দত্ত ও প্রণব দাস নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু গ্রন্থনা করে। নৃত্য পরিচালনা ও অর্জুনের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে দেবরাজ দত্ত। কুরূপা ও সুরূপা উভয় চিত্রাঙ্গদাই দর্শকদের মন জয় করে নেয়। নৃত্য ও অভিনয় শৈলী যথার্থই উন্নত মানের। অভিনয় করে যথাক্রমে মধুমিতা দত্ত ও সায়নী দে। কালাচাঁদ দত্ত পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি কাজল দত্ত বলেন যে এবছর নবীনচন্দ্র দত্তের পরিবারের উপর পুজোর দায়িত্ব বর্তেছে। যদিও দত্ত বাড়ির পারিবারিক পুজো তবুও এলাকার মানুষদের অংশগ্রহণে দত্ত বাড়ির বাসন্তী পুজো সার্বজনীন রূপ পায়। দত্ত বাড়ির পুজোর বৈশিষ্ট হল যে সেই শত বর্ষ আগে পুজোর রীতি রেওয়াজের কোনও পরিবর্তন হয় নি।



হাওড়ার নস্করপুরের চক্রবর্তী বাড়ির বাসন্তী প্রতিমা



হাওড়ার নস্করপুরের সঁধুখা বাড়ির বাসন্তী প্রতিমা

# ১০০ বছরে ভীমচকের রথযাত্রা

**অমিয়কুমার অধিকারী :** শীতের শেষে বসন্ত ঋতুর আগমনে প্রকৃতি নতুন সাজে সেজে উঠেছে। প্রাণী জগত থেকে আরম্ভ করে লতা, বৃক্ষ, গুল্মাদি পর্যন্ত সকলেই এক অনাবিল অংশীদার। বৈষ্ণব শাস্ত্রে উল্লিখিত কলিযুগের সন্ধ্যায় শচীদেবীর গর্ভে নিমাই/বিশ্বম্ভর অবতীর্ণ হন। এই নিমাই পরবর্তীকালে গৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁরই স্মৃতি বহন করে পশ্চিম মেদিনীপুরে ভীমচক গ্রামে 'কালু পাল মদনমোহন জীউ' রথযাত্রার সূচনা করেন কাঁটাপুকুর 'নিতাই চৈতন্য মঠের' মহন্ত অনন্ত দাস বাবাজী মহারাজ। শতাধিক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত রথযাত্রায় পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের মানুষজন এই মিলনমেলায় উপস্থিত হন।

এক সাক্ষাৎকারে মেলা কমিটির কর্তৃপক্ষ জানান ১০/১৫ হাজার মানুষজনের উপস্থিতি ঘটে। দূর–দূরান্ত থেকে শতাধিক দোকানদার তাদের পসরা দিয়ে এসে বেচাকেনা করেন। সাধ্যমত মেলা কমিটিকে অর্থ সাহায্যও করে থাকেন।

৬ মাস আগে থেকে মেলার জন্য অর্থ সাহায্যে কয়েকখানি গ্রামের শরণাপন্ন হন। গত বছর অতিবৃষ্টির কারণে ফসলহানি ঘটায় সাহায্যের কর কম হয় ৯০,০০০ টাকায় ইতি হয়। ৭ বছর বরাদ্দ হয়েছে ১,১০,০০০ টাকা জনসাধারণের সুবিধার্থে পায়খানা, প্রস্রাবখানা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপক পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলা কমিটির ২০১৮তে সম্পাদক এবং সভাপতি স্থিরিকৃত হয়েছেন যথাক্রমে মদন মোহন রাউত এবং বিজয়কৃষ্ণ জানা মহোদয়।

# বাসন্তী পুজো সম্পন্ন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া:** পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় বাসন্তী পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। কাটোয়ার পাশাপাশি দাঁইহাটয় পারিবারিক ও সর্বজনীনভাবে বাসন্তী পুজোর আয়োজন করা হয়। তবে, দাঁইহাট শহরের পাতাই চণ্ডীতলায় ভ্রাতৃ সংঘ পরিচালিত ও পাতাইহাটে দাঁইহাট সমন্বয় আয়োজিত বাসন্তী পুজোর আকর্ষণে অসংখ্য মানুষ ভিড় জমান। তিনদিনের এই পুজোর অনুষ্ঠান শেষ হল ২৬ মার্চ দশমী তিথিতে। এই জেলার সীমান্তবর্তী নদিয়ার মাটিয়ারীতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী রাম–সীতার মেলা শেষ হল।

# চৈতন্য চেতনায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ধর্ম মানুষকে কাছে আনে, আর দূরে ঠেলে দেয় অস্পৃশ্যতাকে। আর তাই তো শ্রীচৈতন্য মঠের পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিলাসতীর্থ মহারাজ–এর আবির্ভাব তিথিতে জাতি–বর্ণ নির্বিশেষে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়।সবার মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করতে পেরে পরম তৃপ্তি অনুভব করেন রাসবিহারী শাখার সকলের প্রিয় কৃষ্ণচরণ মহারাজ।

# নহি সামান্যা নারী




ওঁরা দেখিয়েছেন,আমরাও পারি এবং চাইলে তোমরাও পারো। এই সমাজের এমনি দুজন অসামান্যা নারীকে সম্মানিত করল কলকাতা নিবেদিতা শক্তি। জাতীয় নারী সংগঠন 'শক্তি'–র পশ্চিমবঙ্গ শাখা এই সংস্থা তাদের ১৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে 'শক্তি প্রেরণা সম্মান' তুলে দিল বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত অধ্যাপিকা সুদীপ্তা সেনগুপ্তর হাতে। এবং বহু প্রতিকূলতাকে জয় করেও শিক্ষাপথে ব্রতী আরেক নারী শায়েস্তা শামিম–কে ভূষিত করা হল 'আই শক্তি সাপোর্ট' সম্মানে। এই সম্মান সকল নারীর কাছে এক প্রেরণা স্বরূপ, এমনটাই মনে করেন সংস্থার সম্পাদিকা ড: রীতা ভট্টাচার্য।

# বীরভূম

## ইভটিজারদের পেটালো উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

**অভীক মিত্র :** বান্ধবীর সঙ্গে ঘড়ির ব্যাটারি কিনতে গিয়েছিলো এইবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক কিশোরী। ফেরার সময় তিন যুবক পথ আটকিয়ে পোশাক নিয়ে কটূক্তি করার পর কিশোরীর হাত ধরে টানাটানি করে। ভয় না পেয়ে ইভটিজারদের মারতে শুরু করে ওই কিশোরী। স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে তিন যুবককে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সোমবার সন্ধ্যায় সাঁইথিয়ায় ঘটনাটি ঘটে। তিন যুবক হলো অমিত সাহানি,দীপ ও ভাস্কর মন্ডল। পুলিশ তিন যুবককে আটক করেছে। কিশোরীর বাড়ি সাঁইথিয়া পৌরসভার ১১নং ওয়ার্ডের ছত্রিপাড়ায়। কিশোরী 'মার্শাল আর্ট' ক্যারাটের প্রশিক্ষণ নিত।

## জলাতঙ্ক ঘিরে আতঙ্ক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** জলাতঙ্ক ঘিরে আতঙ্ক ছড়ালো রামপুরহাট থানার সৈপুর গ্রামে। সৈপুর গ্রামের জামসেদ খাকে মাসখানেক আগে কুকুরে কামড়ায়। হাসপাতালে অ্যান্টি র‍্যাবিজ ইনঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ১৮,২২,২৬ ফেব্রুয়ারি এবং ১৯শে মার্চ প্রতিষেধক নেয়। সারা শরীর জ্বালা করায় রামপুরহাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সোমনাথ ঘোষ মনোচিকিৎসক দেখানোর পরামর্শ দিয়ে ছুটি দিয়ে দেয়। গ্রামে গিয়ে লোকজনকে কামড়াতে শুরু করে জামশেদ। যা ঘিরে আতঙ্ক ছড়ায়। মাছ ধরার ছিপ ফেলে জামশেদকে ধরে এনে রামপুরহাট হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখায় জামশেদের পরিজনেরা। জামশেদকে বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

## আকর্ষণ ষোলো ফুটের হনুমান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বীরভূম জেলার মহকুমাশহর রামপুরহাটে রবিবার ২৫শে মার্চ সকালে রামনবমী পালন করা ঘিরে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো চোখে পড়ার মতো। তবে সবকিছুকেই ছাপিয়ে গিয়ে আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলো 'ষোলো ফুটের হনুমানের মূর্তি'। কালিসাড়া নাগরিক কমিটির উদ্যোগে রামনবমী পুজো করা হয় রবিবার। সকালে ষোলো ফুটের হনুমান এবং রাম মূর্তির পুজো করা হয়। পাশাপাশি অস্ত্র পুজোও করে বিজেপি। প্রত্যেক বছর রামনবমীর দিনে এবং বিজয়াদশমীর দিনে বিজেপি অস্ত্র পুজো করে।

## লরির ধাক্কায় মৃত ২

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২২ মার্চ সকালে মল্লারপুরের বাহিনা মোড়ে লরির ধাক্কায় মারা গেল ডাক্কার মুর্মু নামে এক ব্যাক্তি। বাড়ি সোতশাল গ্রামে। লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ। ২৩শে মার্চ সিয়ানে দুটি মোটরবাইক সংঘর্ষে দুজন জখম হয়ে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হরিশপুরে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির।

## আত্মবলিদান দিবস

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২৩ মার্চ যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হলো ভগৎ সিং-র 'আত্মবলিদান দিবস'। সিউড়িতে প্রথমে মনীষীদের মূর্তি পরিস্কার করার পরে আত্মবলিদান দিবস পালন করে এসএফআই নেতৃবৃন্দ। নলহাটি এবং মহকুমাশহর রামপুরহাটে 'আত্মবলিদান দিবস' পালন করে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই।

## বাধঁ ভেঙে প্লাবিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** তিলপাড়া জলাধারের ময়ূরাক্ষী সেচ ক্যানেলের বাধঁ ভেঙে প্লাবিত হয়ে পড়লো মহম্মদবাজার ব্লকের শঙ্করপুর গ্রামের কৃষিজমি। ২৩শে মার্চ ভোরের ঘটনা। ঘটনাস্থলে ছুটে যান সেচদপ্তরের আধিকারিকরা। তিলপাড়া জলাধার থেকে ক্যানেলে জল ছাড়া বন্ধ করা হয়েছে।

## প্রহৃত প্রতিবন্ধী শিশু

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সম্পত্তি নিয়ে গন্ডগোলের জেরে ২৩শে মার্চ সকালে বাতাসপুর গ্রামে আত্মীয়দের হাতে মার খেলো আটবছরের প্রতিবন্ধী শিশু ও তার মা মধুমিতা মন্ডল। মধুমিতার স্বামী ওড়িশাতে কাজ করেন। অভিযোগের তির দুই আত্মীয় সঞ্জিত ও রঞ্জিত মন্ডলের দিকে।

## কৃষি দফতরে নানা প্রশিক্ষণ

**কুনাল মালিক :** গত ২৩ মার্চ বেলা ১২টায় বজবজ–২ নম্বর ব্লকের কৃষি দফতরে নস্করপুর পঞ্চায়েত থেকে আগত কয়েকটি গোষ্ঠীকে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের হাতে মাশরুমের স্পন তুলে দেন রামকৃষ্ণ জানা (ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার BTM) শেখ সামসুদ্দিন ও অতনু গায়েন (অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার ATM)। মাশরুমের স্পন পেয়ে গ্রুপের মেয়েরা খুশি।

NFSM, RICE CULTIVATION এর উপর বজবজ–২ নং ব্লকের সাতগাছি পঞ্চায়েত এলাকায় হয়ে গেল প্রশিক্ষণ শিবির। উপস্থিত ছিলেন ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডাঃ শান্তনু পাল মহাশয় সহ জেলার প্রতিনিধি ও আরও অন্যান্য অনেকে। কৃষিকাজে উন্নতি ঘটাতে ও উন্নত ফসল ফলানোই ছিল এই দিনের শিবিরের উদ্দেশ্য ওই দিন আরও একটি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয় আতমা প্রকল্প থেকে যা হল বস্তায় আদা চাষ এই প্রশিক্ষণে কৃষকদের যথেষ্ট সাড়া মেলে।




# পূর্ব বর্ধমানে পঞ্চায়েত দখলের ছক কষতে দাঁইহাটে বিজয়বর্গীয়, দিলীপ, মুকুল

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। আর তাই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে চাপে রাখতে গ্রামবাংলার মাঠে ময়দানে তেড়েফুঁড়ে নেমে পড়ছে বিজেপি। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রতিটি পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দখলের জন্য বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ঘর গোছাতে শুরু করেছে অমিত শাহ–নরেন্দ্র মোদী জুটির বঙ্গ ব্রিগেড। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে ততই বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব নতুন নতুন রণকৌশল রচনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সেই উদ্দেশ্যে ২৯ মার্চ পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাটে বিজেপির একটি সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হল। দাঁইহাট টাউন হলে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এই রাজ্যে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তা তথা দলের কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক দিলীপ ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সেকেন্ড ইন কমান্ড মুকুল রায় সহ এক ঝাঁক নেতৃত্ব। এদিন মূলত দলের কৃষক সংগঠনের কর্মকর্তাদের নিয়ে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। তবে, ওই সাংগঠনিক সভায় কৃষকদের পাশাপাশি বিজেপির বিভিন্ন শাখা সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মীও উপস্থিত ছিলেন। দিনকয়েক আগে



রামনবমী উৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে বিজেপি কাটোয়া শহরে বিপুল সাফল্য লাভ করার পর স্বাভাবিকভাবেই জেলা নেতৃত্ব টগবগ করে ফুটছিল। এর কয়েকদিন পরেই বিজেপির জেলা নেতৃত্বের ডাকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর্মকর্তাদের দাঁইহাটের মাটিতে পা পড়ায় দলীয় কর্মী–সমর্থকদের উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিন ভিড়ে ঠাসা ওই সাংগঠনিক সভায় কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায় প্রমুখ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন কর্মীদের। একইসঙ্গে কীভাবে প্রতিটি বুথে দলীয় সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর কাজ করতে হবে তারও কিছু কিছু ছক তৈরি হয়েছে এই সভায়। এদিন দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কণ্ঠে ছিল প্রায় একই সুর। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোনওমতেই তৃণমূল কংগ্রেসকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া চলবে না। প্রতিটি বুথে শুধুমাত্র প্রার্থী দিয়ে দায় সারলেই হবে না, জয়লাভের উদ্দেশ্যেই লড়াইয়ের লক্ষ্য স্থির করতে হবে বলে শীর্ষ নেতৃবৃন্দ দলীয় কর্মীদের এদিন সমঝে দিয়ে গেলেন। আর এটাই যে এই জেলায় বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য সেটাও স্বীকার করে নিলেন দলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ। এদিনের সাংগঠনিক সভার পর তিনি সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তাকে বলেন, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রতিটি কেন্দ্রেই আমরা প্রার্থী দেব এবং বিজেপি সমস্ত পঞ্চায়েতেই ক্ষমতা দখল করবেই। শুধু তাই নয়, আগামী লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি এই রাজ্যে অসাধারণ ফল করবে বলে এদিন আমাদের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। এদিন সভা শেষে দিলীপ ঘোষ কাটোয়া শহরের একজন আরএসএস কর্মী পূর্ণেন্দু দত্তর বাড়িতে যান। নন্দলাল বসু রোডের বাসিন্দা পূর্ণেন্দুবাবুর বাবা গণেশ দত্তের ২৪ মার্চ বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে। মৃতের বাড়ির একটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙাকে কেন্দ্র করে কাটোয়া পুরসভার কয়েকজন কর্মী সহ এক কাউন্সিলরের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা চলাকালীন আচমকা এই ঘটনা ঘটে যায়। উল্লেখ্য, রামনবমী উদযাপনের একদিন আগে ওই ঘটনায় কাটোয়া শহরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। পরদিন সদ্য পিতৃহারা পূর্ণেন্দু দত্ত কাটোয়া শহরের রামনবমীর শোভাযাত্রায় পা মিলিয়েছিলেন। এদিন সন্ধ্যায় দিলীপবাবু ওই বাড়িতে গিয়ে পিতৃহারা সন্তানকে সান্ত্বনা দিয়ে যান।

# বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাজ্যে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখার উদ্যোগে জেলার ২০১৭–র মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র–ছাত্রীদের এবং এই দফতরের জেলাস্থিত ৯'টি কল্যাণ আবাস থেকে ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। এই উপলক্ষে গত ২৭ মার্চ জেলা জনশিক্ষা প্রচার আধিকারিকের করণের পরিচালনায় বেহালার শরৎ সদন প্রেক্ষাগৃহে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারই প্রথম বার জেলা স্তরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ওই দফতরের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী সিদ্দিকউল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য, এই সব অসহায় শিক্ষার্থীরা তারা যেন মনে না করে যে আমরা একা। তারা যেন মনে না করে যে, আমাদের পাশে কেউ নেই। তারা যেন অনুভব না করে যে, চলার পথে আমরা কেবল একাই চলি। তারা যেন মনে না করে যে, আমরা সমাজের বোঝা।' মন্ত্রী বলেন, আমরা তাদের শক্তি যোগাতে এসেছি। সাহস দিতে এসেছি। আমাদের দফতর পূর্বের তুলনায় ৬–৭ গুণ অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়েছে। তবে খুব যে বেশি কিছু করতে পেরেছি তা নয়। করার কাজ আরও অনেক দূর বাকি আছে। রাজ্যে প্রায় ১০–১১ হাজার ছাত্রছাত্রী এই কল্যাণ আবাসে পড়াশুনা করে। এই সব কল্যাণ আবাস প্রতিষ্ঠান যদি চায় তবে মাধ্যমিকের পর তাদের বিদ্যালয়ে তারা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি খুলতে পারে। আমাদের দফতর থেকে তাদের সে অনুমোদন দেব। এই সব শিক্ষার্থীরা আরও উচ্চশিক্ষা করতে চাইলেও সে ব্যবস্থা আমরা করে দেব।

জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক সুচাঁদ চট্টোপাধ্যায় জানান, জনশিক্ষা প্রসার ও অধিকার রক্ষা দফতর থেকে গত বছর পর্যন্ত রাজ্যের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি হতো রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে সেখানে সারা রাজ্যের সমস্ত জেলাকে আমন্ত্রণ জানানো হতো। এবছর থেকে এ ধরনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান জেলাভিত্তিক প্রথমবার হচ্ছে। রাজ্যের এই দফতর থেকে এ জেলার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও জেলার ৯টি কল্যাণ আবাস থেকে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ৬০ শতাংশের অধিক নম্বর পেয়েছে তাদের এককালীন ৬ হাজার টাকা এবং ৪৫–৬০ শতাংশ নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের এককালীন ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। ওই টাকা জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিকের করণ থেকে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।




এ বছর জেলার ৯৬ জনকে সর্বমোট ৫ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও 'হ্যান্ডিক্যাপ স্কলারশিপ' স্কিমে নবম শ্রেণি ও তদূর্ধ্ব শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকে। এবছর জেলার ১৬২ জনকে মোট ১৬,০৩,৬০০ টাকা এক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়েছে। সংবর্ধনায় একটি শংসাপত্র ও একটি স্মারক দেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) সাগর চক্রবর্তী, জেলার সমাজ কল্যাণ আধিকারিক সুমিত চক্রবর্তী, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক মণিকা চক্রবর্তী, জেলা মাস এডুকেশন এক্সটেনশনের প্রতিনিধি প্রমুখ।

# মৎস্যজীবীদের সাহায্য প্রদান মৎস্যদফতরের

**রিম্পি ঘোষ :** চুঁচুড়ার মীনভবনে হুগলি জেলার মাছ চাষিদের ইনস্যুলেটেড বাক্স সমেত সাইকেল, হাঁড়ি, জাল প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ আসানর হুসেন, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মনোজ চক্রবর্তী, সহ মৎস্য অধিকর্তা ড. পার্থ সারথী কুণ্ডু ও চুঁচুড়া–মগরা ব্লকের সহ সভাপতি উজ্জ্বল আলি খান। হুগলি জেলার গোঘাট–১ এর ভেলারি ও শ্রীরামপুরের কল্যাণ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির লিমিটেড এই দুই সমিতিকে এবং প্রায় ৮২ জন মৎস্য চাষিকে জাল, হাঁড়ি দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি বলাগড়, চুঁচুড়া, মগরা ব্লকের যে সব চাষিরা গঙ্গায় ইলিশ ধরেন তাদের প্রায় ৩০ জনকে ইনস্যুলেটেড বাক্স সমেত সাইকেল প্রদান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে হুগলি জেলা মৎস্য দফতরের



উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ আফসার হুসেন জানান, এই জাল, হাঁড়ি, সাইকেল প্রদানের পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রায় হাজার পিস করে মাছ ও প্রায় ৩০ কেজি করে চুন দেওয়া হবে মৎস্য চাষিদের। সহ মৎস্য অধিকর্তা ড. পার্থসারথী কুণ্ডু জানান, হুগলি জেলাকে মাছ চাষে এক নম্বরে নিয়ে যেতে চাই। দুটি জেলা বাদ দিয়ে এই জেলায় মাছের উৎপাদন অনেক বেশি। চিংড়ি মাছের আচার, বড় পুকুরগুলিতে বড় মাছ চাষ করা ইত্যাদির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফল স্বরূপ বাইরের রাজ্য থেকে বড় মাছ আমদানি হ্রাস পাবে ও এই রাজ্য থেকে বাইরে বড় মাছ রফতানি বৃদ্ধি পাবে। হুগলি জেলার দিয়াড়া, আরামবাগ, ধনেখালি ইত্যাদি স্থানে বড় মাছ চাষ করা হয়। প্রায় ৩ বছর ধরে প্রায় ১০০ হেক্টর জমি বড় মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে বলে ড. কুণ্ডু জানান।

## আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ১



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়ে গেল এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুখালি হাইস্কুল এলাকায়। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুলতলি থানার কৈলাশনগর গ্রামের বাসিন্দা সিদ্দিক মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের কাছ থেকে দুটি একনলা বন্দুক ও ২৫ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ধৃতের সঙ্গে থাকা অপর সঙ্গী অবশ্য পালিয়ে যায়। ধৃতকে শুক্রবার আলিপুর আদালতে পাঠাবে পুলিশ। ঘটনার পর অভিযুক্তকে জিঞ্জাসাবাদ করে অপর সঙ্গির খোঁজে তল্লাসি শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। এর আগে ও পুলিশি তদন্তে একাধিকবার অস্ত্র বিক্রিতে নাম উঠে এসেছে এই সিদ্দিক মোল্লার। পুলিশ সূত্রে খবর এই সিদ্দিক মোল্লার কাছে থেকে উদ্ধার হওয়া বন্দুক মুলত বাংলাদেশী জল দস্যুরা ব্যবহার করে। ফলে এর সাথে বাংলাদেশি যোগ সূত্র আছে কি না এবং কোথা থেকে অস্ত্র আনা হয় তা ও ক্ষতিয়ে দেখছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

## রাস্তার বেহাল অবস্থা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** উলুবেড়িয়া হীরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের রাস্তা সংস্কারের কাজে বারে বারে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। ইতোপূর্বে একাধিকবার রাস্তার সংবাদ খবরের শিরোনামে এলেও উত্তরোত্তর হেনস্থা বেড়েই চলেছে।

সম্প্রতি উত্তর হীরাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূব–পশ্চিমে আধ কিমি রাস্তা ইঁট সরিয়ে মাটির কাজ শেষে কোনক্রমে ইঁট বিছানো হলেও ২০ দিন হল ঢালাই–র কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। ছাগল গরু থেকে সবারই প্রাণান্ত ঘটছে, বলে স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ।

## উন্নয়নের বার্তা নিয়ে অনুষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় গত ২১–২৩ মার্চ তিন দিনব্যাপী খেয়াদহ হাসপাতাল মাঠে উন্নয়নের বার্তা নিয়ে মানুষের সাথে মা–মাটি–মানুষের সরকার শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। ২১ মার্চ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুরের মহকুমা শাসক দেবারতী সরকার, সোনারপুরের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম, ডিআইসিও লিপিকা ব্যানার্জী প্রমুখ। ডিজিটাল প্রদর্শনীর মাধ্যমে রাজ্যের নানা জনমুখী কর্মসূচি তুলে ধরা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছিল সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, পুতুল নাচ, লোকগানের আসর। অনুষ্ঠান ঘিরে গ্রামের মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

## বজবজ প্রেস ক্লাবের শারদ সম্মান

**দীপক ঘোষ :** বজবজ প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে শারদ সম্মান ২০১৭ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয় বিষ্ণুপর–এর পৈলানে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার, কুলপি, কাকদ্বীপ সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪০ টি ক্লাব সংগঠনকে পুরস্কৃত করা হয়।



বিষ্ণুপুর এর বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল–এর সভাপতিত্বে এই বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডা. তরুণ রায়, শচীরানী নস্কর, অপর্ণা সরকার, পলাশ পাত্র, শ্যামল মণ্ডল, মহাদেব নস্কর, রশিদ গাজী, মোহন নস্কর সহ আরও অনেকে। বজবজ প্রেস ক্লাবের পক্ষে অশোক মান্না, তাপস বোস, অমর নস্কর, উজ্জ্বল হাজরা, বরুণ হালদার, কুনাল মালিক, সম্পাদক দীপক ঘোষ সহ আরও অনেকে।

বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল বলেন, প্রতিমা শিল্পী ও ক্লাব সংগঠনগুলোকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠান বজবজ প্রেস ক্লাব প্রায় ৬ বছর যাবৎ করে আসছে, তাদের এই উদ্যোগ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

এই অনুষ্ঠানে সৃষ্ঠনন্দন এর নৃত্য পরিবেশন করে। পঞ্চবটী ব্যান্ড সহ নৃপেন পাল এর হাস্যকৌতুক দর্শকদের মনে দাগ কেটে রাখবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অরুণ দাস।

## বুকে, মাথায় 'জয়শ্রীরাম'

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রামনবমীর দিন সিউড়ি এবং রামপুরহাটে কিছু যুবকের বুকে এবং মাথায় 'জয়শ্রীরাম' লেখা দেখা গেলো। মাথার পিছনের একটি অংশের চুল রেখে বাকি পুরো মাথা ন্যাড়া করে সেখানে 'জয়শ্রীরাম' লেখা হচ্ছে। আর তা লেখার জন্য রামনবমীর আগেরদিন সিউড়ি এবং রামপুরহাটের কিছু সেলুনে ছিলো ভিড়। রবিবার সকালে রামপুরহাটে শোভাযাত্রায় মাথায় গেরুয়া রঙ দিয়ে ত্রিশূল আকা এবং বুকে গেরুয়া রঙ দিয়ে ছড়া কেটে 'জয়শ্রীরাম' লেখা এক যুবকের দেখা পাওয়া যায়। যুবকের বুকে গেরুয়া রঙ দিয়ে লেখা ছড়াটি হলো – না কোনও টাকা লাগে। না কোনও খরচ লাগে। 'জয় শ্রীরাম' বলতে বড় ভালো লাগে।

## লকেটের বিরুদ্ধে মামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রবিবার সকালে রামপুরহাটে রামনবমীর শোভাযাত্রায় ত্রিশূল হাতে ছিলেন বিজেপি মহিলামোর্চার রাজ্যনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করলো রামপুরহাট থানার পুলিশ। ২৫শে মার্চ রবিবার সকালে প্রথমে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। তারপর তিনি অংশ নেন রামপুরহাটে রামনবমীর শোভাযাত্রায়। বজরং দল,বিজেপি,হিন্দু জাগরণ মঞ্চ,বিশ্ব হিন্দু পরিষদ,আরএসএস সহ একাধিক হিন্দু সংগঠনগুলির ব্যানারে রবিবার সকালে রামপুরহাট স্টেশন মাঠ থেকে শুরু হওয়া রামনবমীর শোভাযাত্রায় সামনের সারিতে ত্রিশূল হাতে ছিলেন বিজেপি মহিলামোর্চার রাজ্যনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। রাম – সীতার মূর্তি ছিলো শোভাযাত্রায়। সংবাদমাধ্যমকে লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ত্রিশূল হচ্ছে নারীশক্তির প্রতীক। ত্রিশূল কোনো অস্ত্র নয়'। মল্লারপুর,ময়ূরেশ্বর সহ একাধিক জায়গা থেকে অসংখ্যা সাধারণ মানুষজন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

## বাতিকারে মহোৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বাতিকার রামনবমী উদযাপন কমিটির উদ্যেগে এইবছর প্রথম রামনবমী পালিত হলো বাতিকার গ্রামে। রবিবার সকালে রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাতিকার গ্রাম পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রা শেষে মহোৎসবে দুপুরে প্রায় ১০০০ জন মানুষ প্রসাদ খায়। প্রধান উদ্যোক্তা তথা জেলা বিজেপি আইটি সেল ইনচার্জ কৃশানু সিং বলেন, 'বাতিকার গ্রামপঞ্চায়েতে এইবছর প্রথমবারের মতো রামনবমী পালন করলাম। অগুনতি হিন্দু এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। কোনোরকম অস্ত্র মিছিল হয় নি। পাড়ুই থানার পুলিশ আমাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছে। সামনের বছর আরো বড়ো করে এবং ধুমধাম সহকারে আড়ম্বর পূর্ণভাবে আমরা রামনবমী পালন করবো এই আশা রাখি'।

## তৃণমূলের রামনবমী পালন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পূর্বঘোষণা মতোই বীরভূম জেলায় রামনবমী পালন করলো জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। রবিবার সকালে রামপুরহাট পুরসভার উদ্যেগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দোপাধ্যায়। শোভাযাত্রা রামপুরহাট শহর পরিক্রমা করে। বিকালে রাজনগর ব্লক তৃণমূল চেয়ারম্যান সুকুমার সাধুর নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা রাজনগর পরিক্রমা করে। সুকুমার সাধু বলেন, 'এই পবিত্র দিনে রাজনগরের মানুষের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করছি।' রাম–হনুমান ট্যাবলো সহযোগে এই শোভাযাত্রা ইলামবাজার পরিক্রমা করে। মহিলারা শাখ বাজিয়ে সামিল হয়েছিলো পদযাত্রায়। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জেলাপরিষদ সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী। বিকালে বোলপুরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় পা মেলান জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল।

# বীরভূমে নির্বিঘ্নেই রামনবমী পালিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রবিবার ২৫শে মার্চ বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে অস্ত্র ছাড়া রামনবমীর শোভাযাত্রা হলো। এখন চলছে পাথরচাপুড়ীর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী 'দাতাবাবা'র মেলা। তাই সম্প্রীতির বার্তা দিতে দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে এবার প্রথম অস্ত্র ছাড়াই রামনবমীর শোভাযাত্রা করলো কড়িধ্যা। সকালে অস্ত্র ছাড়া প্রাচীন রামনবমী শোভাযাত্রা বের হয় শালবুনি থেকে কড়িধ্যা পর্যন্ত। কয়েকহাজার মানুষজন এই শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছিলো। সাধারন মানুষের সাথে শোভাযাত্রায় পা মেলান জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল,প্রদীপ্ত নন্দী,কচুজোড়ের বিজেপি নেতা অমিতাভ ব্যানার্জী,'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ'–র নেতা প্রিয়তোষ দত্ত। রাম–সীতা–লক্ষ্মণের মূর্তি নিয়ে রামপুরহাট শ্রীশ্রীরামনবমী উৎসব সমিতি, রেলপাড় বজরংবলী পূজা সমিতির শোভাযাত্রা রামপুরহাট শহর পরিক্রমা করে। মানুষজনের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। শোভাযাত্রায় ত্রিশূল হাতে দেখা যায় রাজ্য বিজেপি মহিলামোর্চা সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। রামপুরহাটের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এবারের রামনবমীর মূল আকর্ষণ ছিল ষোলো ফুটের হনুমান। এবারই প্রথম রামনবমী



পালিত হলো বাতিকার গ্রামে। প্রায় হাজার মানুষকে প্রসাদ খাওয়ানো হয়। তৃনমূলের উদ্যোগে সকালে রামনবমীর শোভাযাত্রায় ইলামবাজারে মৎস্যমন্ত্রী এবং রামপুরহাটে কৃষিমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। বিকালে রাজনগর ব্লক তৃণমূল চেয়ারম্যান সুকুমার সাধুর নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা রাজনগর পরিক্রমা করে। বিকালে বোলপুরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় পা মেলান জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল।

রাজনগর যমুনাডুবো পুকুরপাড়ে হনুমান পুজোয় মুখ্য ভূমিকায় ছিলো মহিলারা। গড়দরজা বজরংবলী পুজো এবার তিনবছরে পড়লো। ২৪শে মার্চ রাত্রে নলহাটি স্টেশনপাড়া এলাকায় রামনবমীর দিন অস্ত্র না নিয়ে শোভাযাত্রা করার জন্য প্রচার করার সময় পুলিশের উপর হামলার অভিযোগ উঠে একদল যুবকের বিরুদ্ধে। পুলিশ পাল্টা লাঠি চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। রবিবার সকালে অস্ত্রছাড়াই ভীমগড়,নলহাটি,বোলপুর,সাঁইথিয়া,মহম্মদবাজার,তারাপীঠ তিপাড়ায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এলাকা পরিক্রমা করে। দুপুরে প্রসাদ খাওয়ানো হয়। ২৪শে মার্চ শনিবার সকালে রামপুরহাটে সম্প্রীতির মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। রামনবমী উপলক্ষ্যে জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিলো চোখে পড়ার মতো। রামপুরহাট থানার সাব–ইন্সপেক্টার কার্তিক রায় স্বত্ব:প্রণোদিত হয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করেন। সবমিলিয়ে বলতে গেলে, দুই একটি ছোটোখাটো গন্ডগোল ছাড়া রবিবার সকালে নির্বিঘ্নে অস্ত্রছাড়াই রামনবমী পালিত হলো বীরভূম জেলায়।

# মহানগরে

## বায়ু দূষণের কারণে শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা

পরিবেশ হচ্ছে পৃথিবী নামক গ্রহের একটি মিশ্র গ্যাসীয় পদ্ধতি যা জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যিক। বায়ুদূষণের ফলে নক্ষত্রলোকের ওজন নিঃশেষিত হচ্ছে। এটা প্রামাণ্য সত্য, যা মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে।

চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের যৌথ সমীক্ষায় এক দল চিকিৎসক বলেন বায়ু দূষণের কারণে শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা বেড়েই চলেছে। হাওয়ায় মাত্রাতিরিক্ত বিষ মেশায় বাড়ছে শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, ক্যান্সার ও হৃদরোগের মতো কঠিন অসুখ। প্রকোপ পড়ছে শিশুদের ওপরেও। দেশের প্রায় সাড়ে চার কোটি শিশুর স্বাস্থ্য ক্ষতি হচ্ছে বায়ু দূষণের কারণে।

বিশেষজ্ঞদের মতে বাতাসে ভাসমান কণা এবং সূক্ষ্ম কণা ফুসফুস, হৃৎপিন্ড ও মস্কিষ্কের ক্ষতি করে। তাদের মতে বায়ু দূষণ থেকে মাথা আর মুত্রাশয়ের ক্যানসারের আশঙ্কা থাকে। বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে দিল্লি প্রথম হলেও কলকাতাও পিছিয়ে নেই। পরিবেশবিদদের বক্তব্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শীতের সময় দিল্লিকেও ছাপিয়ে গিয়েছে কলকাতা। সুতরাং দূষণের ছবিটা বদলানোর দাবি তোলেন পরিবেশবিদরা। পরিবেশ দফতর ও প্রশাসন কি করছে প্রশ্ন ছুড়ে দেন চিকিৎসকেরা। এ নিয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তাঁরা এবং প্রশাসন কি ভাবছেন তাও জানতে চায় বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকরা। **–ছবি: উৎপল কুমার রায়**

রাজপথে রথে বিরাজমান রাম–লক্ষ্মণ হনুমান। **–ছবি: অরুণ লোধ**

## রেলে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ সত্ত্বেও চলছে বিপজ্জনক পারাপার

**কল্যাণ রায়চৌধুরী :** মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে বা কানে হেড ফোন দিয়ে রেললাইন পারাপার করা কালীন রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ভুরি ভুরি। এমনকি পাশাপাশি এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাতায়াতকালে ওভারব্রিজ ব্যবহার না করে শটকার্টভাবে রেললাইন টপকে চলাচল করতে গিয়েও প্রাণহানির নজির কিছু কম নয়। এখনও যে হুঁশ ফেরেনি, তা প্রতিদিনই যাত্রীদের রেল লাইন পারাপারের বহর দেখলেই বোঝা যায়। এভাবে রেললাইন পারাপারের ক্ষেত্রে শিয়ালদহ ডিভিশনের সবচেয়ে বিপজ্জনক রেল স্টেশন হল বিধাননগর রোড। জায়গার অভাব থাকায় ১, ২ ও ৩, ৪ প্ল্যাটফর্মগুলি পাশাপাশি না হওয়ায় অন্যান্য স্টেশনের থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি বিপজ্জনক। একারণে ৪ নম্বর থেকে ২ নম্বরে আসার মুখে ও ৩ নম্বর থেকে ১ নম্বরে আসার মুখে রেলের পক্ষ থেকে

লাইন পারাপার না করার জন্যে সচেতনতামূলক বোর্ড টাঙানো হয়েছে। রেলের পক্ষ থেকেও মাইকে ঘোষণার মাধ্যমে ওভারব্রিজ ব্যবহারের জন্য আবেদনও জানানো হচ্ছে। এসত্ত্বেও প্রায়শই এক প্ল্যাটফর্ম থেকে লাইন টপকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাতায়াত করেন অনেক যাত্রী। এভাবে প্ল্যাটফর্ম টপকে যাতায়াতকে 'প্রিভেন্টিভ অ্যাক্ট–এর আওতায় আনা হয়েছে। ফলে রেল পুলিশ (জিআরপি)এর পক্ষ থেকে চেকিং সহ ধরপাকড়ও করা হয়। মৌখিকভাবে যাত্রীদের সাবধান করতে গেলে তারা বলেন, 'আমরা দেখে পার হচ্ছি। আপনারা আপনাদের ডিউটি করুন', বলে রেল পুলিশের মন্তব্য। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে এখানে ডাক্তার দেখাতে এসে এই বিধাননগর স্টেশনে অসতর্কভাবে লাইন পারাপার করতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় এক মহিলার বলে জিআরপি সূত্রের খবর। চলতি বছরের শুরু থেকে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এইটুকু দূরত্বে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় প্রায় ১০ জনের জিআরপির পক্ষ থেকে জানা যায়। জিআরপির নতুন এসআরপি অশেষ বিশ্বাস পোস্টিং পেয়ে রেলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

## এইডস প্রতিরোধে জেলাস্তরে প্রশিক্ষণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কেন্দ্রীয় সরকারের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রকের নেহরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য এইডস নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে কালীঘাট মিলন সংঘে আয়োজিত হয় এইচআইভি এইডস বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ শিবির। উপস্থিত ছিলেন নেহরু যুব কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গ শাখার রাজ্য অধিকর্তা নবীন কুমার নায়েক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ গোষ্ঠীর ( West bengal state AIDS prevention and control society ) সহযোগী অধিকর্তা পিয়ালী দাস এবং অনুষ্ঠান পরিচালক মৌমিতা মজুমদার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ( WHO ) কর্মকর্তা ড: দেবাশীষ রায়, রাষ্ট্র সংঘের স্বেচ্ছাসেবক তথা নেহরু যুব কেন্দ্রের দক্ষিণ কলকাতার জেলা আধিকারিক রঘুমণি চট্টোপাধ্যায়, মিলন সংঘের সভাপতি কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য অতিথিগণ। শিবিরে দক্ষিণ কলকাতার বহু যুব স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেন। এইচ আইভি ভাইরাসের পরিচয়, এইডস সংক্রান্ত ভুল ধারণা, অমূলক ভীতি ও প্রয়োজনীয় প্রতিকার

গ্রহণের উদ্দেশ্যেই মূলত এই সচেতনতামূলক শিবিরটির আয়োজন করা হয়। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য থেকে জানা যায় গোপন যৌন রোগ দীর্ঘদিন ধরে শরীরে পুষে রাখলে এইডস রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে বর্তমানে এইডসকে মারণ ব্যাধি হিসেবে কখোনোই ব্যাখ্যা করা যায় না। এইডসের ভাইরাস শরীরে বহন করেও শুধুমাত্র নিয়মিত রক্তপরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ খেয়ে অসংখ্য মানুষ যে দীর্ঘজীবন লাভ করছেন, তার প্রসঙ্গ তুলে আনেন প্রায় প্রত্যেক বক্তাই। শিবিরে এইডস সংক্রান্ত আলোচনা ছাড়া যোগব্যায়াম চর্চাও হয়। নেহরু যুব কেন্দ্রের দক্ষিণ কলকাতা আধিকারিক রঘুমণি চট্টোপাধ্যায় জানান, ' এই সচেতনতা শিবির পূর্বে রাজ্যস্তরে আয়োজিত হয়েছে। এখন জেলায় জেলায় আয়োজিত হচ্ছে। এখানে যে সব স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তারা ভবিষ্যতে উপকৃত হবেন।

## জমি বিক্রিতে শোভন পিছিয়ে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পুরসংস্থার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘ ২০ বছরের পুরপ্রতিনিধি, বরো–১৪–র অধ্যক্ষ, মেয়র পারিষদ (বিল্ডিং ও জঞ্জাল সরবরাহ ১৯৯০–১৯৯৫) এবং ২০০৫–'১০ এই সময় কালে কলকাতা পুরসংস্থার অধ্যক্ষ ও ১৯৯১–২০০১ সময়কালে বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন নির্মল মুখোপাধ্যায়। গত ২৫ মার্চে সরসুনার সতীন সেন উদ্যানে এই বরেণ্য ব্যক্তির স্মরণ সভায় পুরসংস্থার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ২০০৫–'১০তে আমার সময়কালে কলকাতা পুরসংস্থার যতো উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, সেই সময়কাল বাদে অন্য কোনও বোর্ডের সময়কালে পুরসংস্থার এতো উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি বা পরবর্তী কোনও বোর্ডের সময়কালে এতো উন্নয়নমূলক কাজ হবেও না। এই বিতর্কিত বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে বর্তমান মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের পুর বোর্ডের জঞ্জাল অপসারণ দফতরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, দু'একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝতে পারবেন কাদের বোর্ডের সময় কালে পুরপরিষেবায় অধিকতর উন্নয়ন হয়েছে। ২০১০–এ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বের পুর বোর্ড বিদায় নেয়। সে সময় গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পে পরিশ্রুত জলের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল দৈনিক ৩৭ মিলিয়ন গ্যালন। আর আজ সেই জলপ্রকল্পের দৈনিক জল উৎপাদন ক্ষমতা ১৮৫ মিলিয়ন গ্যালন। আগামী দু'–তিন মাসের মধ্যে দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে হবে ২১০ মিলিয়ন গ্যালন। এছাড়াও এই জলপ্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় আরও একটি ১০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন জলাধার নির্মাণের জল ইতিমধ্যেই টেন্ডার ডাকা হয়েছে। ২০১০–এ সারা কলকাতায় ক'টি মডার্ন সায়েন্টিফিক ওয়েস্ট কমপ্যাক্টর স্টেশন ছিল। আর আজ ৭৬টি কমপ্যাক্টর শহরে কাজ করছে। ৪০০ বর্গ ফুটের জায়গা আরও বেশি পরিমাণে জঞ্জাল পাওয়া গেলে প্রায় প্রতি ওয়ার্ডেই একটি করে কমপ্যাক্টর করে দেওয়া হবে। পথচারী ও দোকানদারদের ব্যবহারের জন্য ২৪০ লিটারের ৬,৫০০টি বর্জ্যপাত্র শহরের বিভিন্ন রাস্তার ধারে রাখা হয়েছে। বেহালার চার থেকে পাঁচটি ওয়ার্ড বাদে বাকি সবক'টি ওয়ার্ডে পয়ঃপ্রণালী ও ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর বাকি ওয়ার্ডে কাজ এবছরই শুরু হয়ে যাবে। দেবব্রতবাবু আরও বলেন, বর্তমান মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় একটি বিষয়ে বিকাশবাবুর কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত। সেটা হল কলকাতা পুরসংস্থার কলকাতাস্থিত জমি বিক্রিতে। ২০০৬–'০৭ থেকে ২০০৯–'১০ এই চার অর্থবর্ষে বিকাশবাবু কলকাতা পুরসংস্থার জমি বিক্রি করে আয় করে ৭২১ কোটি টাকা। আর শোভনবাবু ২০১০–'১১ থেকে ২০১৭–'১৮ তে এই আট বছরে জমি বিক্রি করে আয় করেন মাত্র ২২১ কোটি টাকা। একটি মাত্র জমি ও বাজার থেকে আয় করে এই টাকাটা পাওয়া গিয়েছে। জমি বিক্রিবাটায় আমাদের মহানাগরিক সবসময় পিছিয়ে।

## প্রায় ৫৩ হাজার ছাত্র বাড়ল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২০১৮–র উচ্চ মাধ্যমিক ও একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা গত ২৭ মার্চ শুরু হয়েছে। দু'টি শ্রেণির পরীক্ষাই চলবে আগামী ১১ এপ্রিল বুধবার পর্যন্ত। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি মিলিয়ে এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ। এর মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আট লক্ষ ২৬ হাজার ২৯ জন। যা গত ২০১৭–র তুলনায় ৫২ হাজার ১৯৫ জন বেশি। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির দু'টি পরীক্ষায় ৪২টি বিষয়ে তিন ভাষায় (বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি) প্রশ্নপত্র এবার থেকে চালু হয়েছে। এবার মোট ২০৮৫টি কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় মানুষের স্বার্থে গ্রামীণ উন্নয়নে কাজ করে চলেছে

গজাপোয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েত

পোয়ালী, নোদাখালী, বজবজ–২, দঃ ২৪ পরগনা

১০০ দিনের কাজে গজাপোয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লকের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং নিহার অধিকারী নিজের সংসদেও ব্লকের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন

পানীয় জল, টিউবওয়েল, বিদ্যুত, শৌচালয়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে গজাপোয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতকে নতুন রূপ দিতে আমরা বদ্ধপরিকর

সোনালী গুহ
বিধায়ক : সাতগাছিয়া

নীহার অধিকারী
উপপ্রধান
গজাপোয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েত

# মাঙ্গলিকী

# নৈহাটী ঐক্যতান মঞ্চে পূর্বরঙ্গের সীতায়ন নাটকের ৪৯ তম উপস্থাপনা

**সব্যসাচী সান্যাল:** কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয়ের অধীন পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তায় জেলার নাটকদলগুলিকে উৎসাহ প্রদানে বিভিন্ন হলে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে।এই রকম একটি ব্যবস্থাপনায় রামায়ন মহাকাব্যে বর্ণিত চরিত্রগুলি ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে মলয় রায়ের রচনা ও পরিচালনায় পূর্বরঙ্গের পরিবেশনায় সীতায়ন নাটকের ৪৯ তম রজনী গত ২১ মার্চ নৈহাটী ঐক্যতান মঞ্চে অভিনিত হোল।আজকাল নাটক নিয়ে পর্যালোচনা দৈনিক সংবাদ পত্রের পাতায় বিশেষ একটা দেখা যায় না। নাটকের বিষয়বস্তু,নাট্যকারের চিন্তাভাবনা,সামাজিক বার্তা এবং সর্বোপরি দর্শকদের গ্রহণযোগ্যতা সবই নাটকের পর্যালোচনার মধ্যে আনতে হয়।সীতায়ন নাটকটি রামায়ণ মহাকাব্যের মূল বিষয়টিকে অবিকৃত রেখে সীতার চরিত্রের সংবেদনশীল সংলাপ, আবেগ, নারীদের সমজের নানা নিয়মের বেড়াজাল এবং মূল বাল্মিকী রচিত রামায়ণে রামের চরিত্রের অনেক অজানা তথ্য নানা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে যা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আজও নারীজাতির প্রতি অসম্মান একই ভাবে রয়ে গেছে। মলয় রায়ের নাটকের সংলাপ রচনা ও পরিচালনার জন্য রামায়ণ মহাকাব্যের অনুকরণে এক সৃষ্টিশীল নাটক উপস্থাপনা সম্ভব হয়েছে।

নাটকটি গুণী মহলে সমাদৃত হয়েছে এবং নাটকের দর্শক দ্বারা বহু প্রশংসিত হয়েছে।২৭ মার্চ বিশ্ব থিয়েটার দিবস উপলক্ষে বোকারো ঝাড়খন্ডে সীতায়ন নাটকের ৫০ তম শো পরিবেশিত হয়েছে।নাটকটিকে একাগ্রচিত্তে না দেখলে রামায়ণের রাম,সীতা,লক্ষণ ও কৌশল্যার বিভিন্ন সময়ের সংলাপ বোধোগম্য হওয়া মুস্কিল।

সীতার উদ্দেশ্যে বলা রামচন্দ্রের নাটকের সংলাপ 'আমি

লঙ্কা জয় করে রাবণকে সবংশে নিধন করে নিজ বংশের মান অনুযায়ী কার্য করেছি,তোমাকে ফিরে পাওয়ার জন্য নয়' খুব মর্মস্পর্শী ও সংবেদনশীল যেটা রামের চরিত্রের অভিনয় করা নাট্যশিল্পীর আরো জোরালো ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ ছিল, তা কিন্তু পাওয়া গেল না॥সীতার প্রতিবাদী চরিত্র,অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, অভিব্যক্তি,আবেগ এবং ঠাট্টার ছলে নানা কথার মধ্যে সমাজ ব্যবস্থাকে কটাক্ষ করা যা নানা সংলাপের মধ্য দিয়ে এই প্রজন্মের সাড়া জাগানো

অভিনয়ের দিক বিচার করলে আবৃত্তিকার ও নাট্যশিল্পী রোকেয়া রায় অসামান্য অভিনয় দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমান সময়ের নারীজাতির প্রতি অসম্মান, লাঞ্চনা, দৈহিক নিপীড়ন,বাক স্বাধীনতা হরণ এখনো দেখা যায়।

রাম ,লক্ষণ আর বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করা শিল্পীর জোরালো সংলাপের মধ্যে দিয়ে অভিনয়ের সুযোগ থাকলেও সীতার অভিনয়ে রোকেয়া রায়ের পাশে দুর্বল লেগেছে। সমমানের শিল্পী দিয়ে উপস্থাপনা করলে রামের চরিত্রটি আরো ভালভাবে প্রকাশ পেত,মনে হয়েছে অভিনয়ের সীমিত ক্ষমতাও একটা কারণ।

নাটকের একটা অংশে বাল্মীকির কাছে ভয়ঙ্কর স্মৃতি রোমন্থনের সময় রাবণের হাত থেকে সীতা কিভাবে তার সতীত্ব বজায় রেখেছে তার বর্ণনা করেছেন।এর সাথে শূপর্ণখার রামচন্দ্রকে প্রণয় নিবেদনের অপরাধে লক্ষণের ক্ষত্রিয় তেজে অঙ্গহানি করা সমুচিত হয়নি সীতা বাল্মিকীর আশ্রমে থাকায় সময় মন্তব্য করেছেন। এই রকম ঘটনা না ঘটলে রাবনের সীতা হরণ করার অভিপ্রায় হয়ত হতো না।রাম ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করলেও রাবন অনার্যদের প্রতিভ স্বাত্বিক ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত ছিলেন।কিন্তু তার পদস্খলন,সীতার প্রতি অসম্মান ও অতিরিক্ত নিজের অহঙ্কার প্রকাশ করা পতনের কারণ হয়।সীতার লঙ্কার অশোকবনে থাকার সময় যে সহানুভূতির উদ্যোগ হয়েছিল তাতে রাবণের সাথে শত্রুতার কারণে রাজ্যের নিরীহ জনগনের প্রাণনাশ সমুচিত মনে হয়নি।রামচন্দ্রের সুশাসন এবং প্রজা বাৎসল্য যেমন সর্বজনবিদিত তেমনি প্রজাদের সীতার সতীত্ব পরীক্ষার আবদার বাববার মেনে নেওয়া তার চরিত্রের একপেশে ভাব এবং সীতার প্রতি অবজ্ঞা সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে।পরিশেষে বাল্মীকির রামায়নে বর্ণিত সীতার পাতাল প্রবেশের আগে রামকে ত্যাগ করার কথা আমরা জানি না যা এই নাটকে বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন উপদেশ সাহা, তৃষণা দত্ত, প্রীতম মন্ডল, সুকন্যা চক্রবর্ত্তী, সন্দীপন ছেত্রী, সুনেত্রী দে,শশী হাজারী, চান্দ্রেয়ী দত্ত (মিত্র), জিৎ রায়,অন্তরা সাহা, সৌরদীপ দাস বিশ্বাস,রাত্রি সরকার, বশ্বজিৎ ঘোষ।

আলো, শব্দ,মঞ্চ পরিকল্পনার,সাজ পোশাকের পরিকল্পনার জন্য নাটকটি সর্বাগ্র সুন্দর হয়েছিল এর নেপথ্যে আলো ও শব্দ পরিকল্পনা মলয় রায়,আলোর বৈচিত্রের প্রধান কারিগর শশাঙ্ক মন্ডল,সহকারী আলোর ব্যবস্থাপনায় বৃন্দাবন দাস,শব্দ সঞ্চালনায় ঝন্টু দাস নিউ গৌরী গ্রামো,মঞ্চ ও কসটিউম পরিকল্পনায় রোকেয়া রায়,ব্যবস্থাপনায় রোকেয়া রায়, মেক আপ অমিত বিশ্বাস,সঙ্গীত পরিকল্পনা দিশারী চক্রবর্ত্তী,রোকেয়া রায়,জয়দীপ সিনহা,শব্দতৃষেন্দু দত্ত আবহ শব্দ রোকেয়া রায়,জয়দীপ সিংহা, সংযুক্তা মুখার্জী। বহুদিন পর রামায়ণ মহাকাব্য অবলম্বনে একটা ভিন্ন স্বাদের হলভর্তি সীতায়ন নাটকের দর্শক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আর করতালি দিয়ে অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

# আলাপন মেলায় 'শব্দের ঝংকার'

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** হাওড়ার বীরশিবপুরে আলাপন মেলা হয়ে গেল গত ১২–১৯ ফেব্রুয়ারি। বিভিন্ন দিনে ছিল মঞ্চে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিবছরের মতো এ বছরেও মেলা কমিটির আমন্ত্রণে কবি সম্মেলনের আয়োজন করে 'শব্দের ঝংকার' পত্রিকা। স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, কাকদ্বীপ থেকে অমর কুমার দাস, সুদাম কৃষ্ণ মণ্ডল, অশোকনগর থেকে স্বর্ণালী দে সোম, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বিজয় মাল এসেছিলেন। অন্যান্য কবিগণ যথাক্রমে মনন দাস, আরতি দে, নীপা চক্রবর্তী, মায়া সাহা, ডাঃ সমীর কুমার বেতাল, কৃষ্ণা কুণ্ডু কয়াল, সীমা কয়াল, তৃষ্ণা কয়াল, কাকলি চ্যাটার্জি, প্রণব কুণ্ডু, শান্তা কর রায় সহ ২৮ জন কবিতা পাঠ করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্যামল বিশ্বাস। গল্প পাঠ করেন সুজিত নস্কর। প্রতি বছর আসেন জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন অন্যত্র জাদু প্রদর্শনী থাকায় আসতে না পেরে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। সমাপ্তি সঙ্গীত 'আলোকের এই ঝরনা ধারায় ধুইয়ে দাও' সমবেত ভাবে পরিবেশন করেন 'শব্দের ঝংকার' গোষ্ঠী। উল্লেখ্য, মেলা প্রাঙ্গণে কর্তব্যরত চারজন পুলিশ কর্মী শ্রোতা হিসেবে অংশ নেন। করতালি দিয়ে সকলকে অভিনন্দন জানান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মেলা কমিটির সম্পাদক প্রবীর হালদার। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শান্তা কর রায়।

# নব পর্যায়ে ব্যঙ্গমার আসর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২৪ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর জমায়েতে সম্প্রতি জমে উঠলো উপরোক্ত সংগঠনের আসর পি–৭৮, লেক রোডের সুসজ্জিত সভাঘরে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন সম্পাদক ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য (সরিৎশেখর মজুমদারের রচনা, সম্পাদকের দেওয়া সুর 'এ কি কলি যুগ')। এদিন যাঁদের ছড়া/কবিতা এই প্রতিবেদকের ভাল লাগল তাঁরা হলেন দেবকুমার মুখোপাধ্যায় ('নাতনির সংসার'), বিউটি পাল ('না হওয়া বৃষ্টি'– স্মৃতিমেদুর রচনা), তারাশঙ্কর দত্ত ('খাওয়া বাকি'), দীনেন্দ্র চন্দ্র ('জল থৈ থৈ'– স্মৃতিমেদুর রচনা), বিশ্বেশ্বর রায় ('উইক এন্ড', দারুণ ছড়া), অমিত গঙ্গোপাধ্যায় ('মধুরেণ', খুবই কৌতুকপূর্ণ রচনা), ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য ('মধ্যবিত্ত', স্মৃতিমেদুর রচনা) প্রমুখ। আলাদা করে উল্লেখ করতে হয় স্বনামখ্যাত কবি ও লেখক দীপ মুখার্জির পাঠ, 'পকেট মার', যা বর্তমানে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে 'উত্তর বঙ্গ' সংবাদপত্রে। খুবই ভাল লাগল মহাভারতের ভীম, ঘটোৎকচ ও হিড়িম্বাকে নিয়ে শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণা সেনের অসাধারণ রম্য রচনা, 'মহাভারতের যুগ'। এদিন গানে গানে যাঁরা আসর উজ্জ্বল করলেন তাঁরা হলেন সুমিত্রা খাসনবীশ ('সে ছিল আমার স্বপন চারিণী'), তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ('তোমায় গান শোনাব'), রীতা বসু ('ওগো মোর গীতিময়') প্রমুখ।

এক ফাঁকে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় পড়লেন বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়রের কবিতা, যা ১৪২৪ শারদীয় আলিপুর বার্তা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আরও পড়লেন বন্ধুবর শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কবিতা, যা 'আলিপুর বার্তা'–র মাঙ্গলিকীর পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। 'মাসের সেরা রচনা'–র পুরস্কারও জিতে নিয়েছে (পত্রিকার তরফে এদিন কবির হাতে সাম্মানিক আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়)। সৌমেন ঘোষ এদিন কিছু ভাল সংগ্রহের কৌতুকপূর্ণ চুটকি শুনিয়েছেন। আসর জমে উঠলো চা–বিস্কুটের সাথে ('পান' ও 'কামড়ানো'র ছন্দে!)...

# হিন্দমোটর বইমেলায় সম্বর্ধনা পর্ব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** হিন্দমোটর বইমেলা ১৭–২৫ ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল। প্রতিদিনই ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ২৪ ফেব্রুয়ারি সাংস্কৃতিক মঞ্চে ছিল কবি সম্মেলন ও গুণিজন সম্বর্ধনা। এ বছর সম্মান পদক সহ শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হল যথাক্রমে সুনীল মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক/শব্দের ঝংকার), শান্তা কর রায় (সাহিত্যিক), মেঘনাথ দাস (সম্পাদক/চিকন), গোঁসাইচন্দ্র দাস (সম্পাদক/খাস সমাচার), বাসুদেব চক্রবর্তী (সভাপতি/সমতা পরিষদ), অম্বালিকা পাল চৌধুরী, কৌশিক পাল চৌধুরী (কবি) সহ বারো জনকে। এরপরে ছিল কবি সম্মেলন। অংশ নেন ৫২ জন। উল্লেখ্য নাম অদিতি ব্যানার্জী, স্বাগতা পাল, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি দে, অমর কুমার দাস, বিজয় মাল, বাসুদেব দাস, শ্রাবন্তী, মনন দাস, নবকুমার দে, সুদীপা সাহা প্রমুখ। সকলকে শংসাপত্র প্রদান করেন মেলা কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়। সঞ্চালনায় ছিলেন শান্তা কর রায়।

# গোবরডাঙ্গায় বিশ্বনাট্য দিবস

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২৭ মার্চ ২০১৭ রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে পালিত হল 'বিশ্ব নাট্য দিবস'। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী, নাট্য ব্যক্তিত্ব পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাসমোহন দত্ত, গোপাল পাত্র, পলাশ মণ্ডল, মলয় দাস, বিষ্ণু সরকার, নন্দদুলাল বসু, প্রবীর মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে 'ইলোরা' নাটকের বর্ষকথা পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন পলাশ মণ্ডল মহাশয়। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার নৃত্য বিভাগের ছাত্রী স্মৃতি চক্রবর্তী, সুদীপা সরদার, জুঁই দাস, সঞ্চিতা দত্ত। নৃত্য পরিচালনা করেন ঋতুপর্ণা মুখোপাধ্যায়। বিশ্বনাট্য দিবসের বাণী পাঠ করেন ও বিশ্বনাট্য দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়। সবশেষে নাটক পরিবেশিত হয় ''আসল ঘুঘু'', রচনা যোগীন্দ্রনাথ সরকার। নির্দেশিকা ঋতুপর্ণা মুখার্জীর পরিচালনায় অভিনয়ে অংশ নেয় পূর্ণেন্দু বর্মণ, সাহেব শীল, মেরী মুণ্ডা, জুঁই দাস, চায়না রায়, সুদীপ পাল, সুমন নন্দী, সাগর চ্যাটার্জী, শুভেন্দু বর্মন, আবহ সুরজিত বিশ্বাস। নাটকটি উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে। গোবরডাঙা সংলগ্ন ময়দানে নিয়মিত মুক্তমঞ্চের নাটক পরিবেশন করবে কথা বলেন উপস্থিত দর্শকবৃন্দ। সব মিলিয়ে বিশ্বনাট্য দিবস গোবরডাঙায় এক অন্য মাত্রা এনে দেয়।

## চৌরঙ্গী পত্রিকার অনুপকুমার সংখ্যা

**শ্রেয়সী ঘোষ :** ইতিপূর্বে 'চৌরঙ্গী' পত্রিকা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। এবার তারা প্রকাশ করল অনুপকুমারকে নিয়ে। গত ২৫ মার্চ রবিবার বিকেল ৫ টায় 'নন্দন' ৩

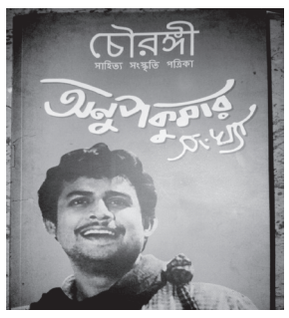


প্রেক্ষাগৃহে এই সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। অনুপ অনুরাগীরাও ছিলেন। উদ্বেলিত সঙ্গীত পরিবেশন করলেন বিশিষ্ট চলচিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। স্মৃতিচারণে শিল্পী জানালেন অনুপকুমারের সঙ্গে তার বহু ছবিতে অভিনয়ের অভিজ্ঞতার কথা। বক্তব্য রাখলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী, পরিচালক নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই সুন্দরভাবে স্মৃচিচারণ করলেন। সঞ্চালনার গুরু দায়িত্ব সার্থকভাবে সামলেছেন লেখক জয়ন্ত ঘোষ। 'চৌরঙ্গী' পত্রিকার অনুপকুমার সংখ্যায় লিখেছেন বহু বিশিষ্ট জনেরা। যাঁদের মধ্যে আছেন মৃণাল সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, তরুণ মজুমদার, রঞ্জিত মল্লিক প্রমুখ। অনুপকুমারকে সামগ্রিক ভাবে জানতে এই পত্রিকাটির যে সমাদর হবে, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর এই প্রয়াস সাধুবাদের যোগ্য।

# পত্র –পত্রিকা আলোচনা

### বেগমপুরের সুমি

(সৌরীন চট্টোপাধ্যায়ের রহস্য কাহিনী/প্রকাশক বিভা পাবলিকেশনস, রামপুরহাট –৭৩১ ২২৪, বীরভূম / মূল্য ১৬৬ টাকা) গোয়েন্দা–পুলিশ রাঘবের কেস ডায়েরি অবলম্বনে লেখা দু–খানি রহস্যময় খুন ও তার তদন্তকাহিনী নিয়ে লেখা বইটি। প্রথম গল্পটির নাম ওয়ে ওয়ে। সুদর্শন প্রোমোটার অলক সেন–এর খুনের তদন্তে একে একে উঠে এসেছে অবৈধ প্রেমের কথা, পেশাগত রেষারেষি, অসহায় নারীকে অবহেলা এমন সব অপরাধের অভিমুখ। শেষে অপরাধী চিহ্নিত হয়। রাঘবের সহকারী হাজরা চরিত্রটি সারাক্ষণ কমিক রিলিফের কাজ করে গেছে।

দ্বিতীয় রহস্য কাহিনীও প্রতিহিংসা ও খুনের ঘটনা নিয়ে। পরিবেশ–ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলছিল যে সুমি তাকে নির্মম ভাবে সরিয়ে দেওয়া হল পৃথিবী থেকে। কাহিনীকার কিন্তু এই সোজা কারণটির সঙ্গে আরও কিছু কারণের তির জুড়ে দিয়েছেন ফলে কাহিনীর গায়ে মেদ জমেছে। খুনীকে, তার নির্ধারণে খুব একটা ধন্দের সৃষ্টি করেন নি। ফলে গোয়েন্দা রাঘবের তদন্ত–কৌশলের তেমন কোনও চমক পাঠকদের জন্য নেই। দাশরথী সরের গড়গড় করে বলা স্বীকারোক্তি সব রহস্য মোচন করে দেয়, গোয়েন্দার মগজাস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন আর থাকে কি! স্বীকারেক্তি আদায়ের দৃশ্যে কথোকপথনের ভাষা শালীনতার মোড়ক ছেড়ে বারে বারে বেরিয়ে এসে রুচিবোধে ঘা মেরে যায়। অশ্লীল শব্দ প্রয়োগে সাহিত্য কি সত্যিই এগোয়। অতীতের দিকপাল রহস্য–লেখকদের কারোর কলমেই কিন্তু এমন অশালীন উদাহরণ বিরল। তদন্তের পর্বে পর্বে মাত্রা ছাড়া কমিক রিলিফ অনেক ক্ষেত্রে সিরিয়াসনেস নষ্ট করে দিয়েছে। সংলাপ–লিখন বড্ড একঘেঁয়ে–রাঘব বলল, হাজরা বলল– এমনটাই চলেছে আগাগোড়া। ছাপা, প্রচ্ছদ ও বাইণ্ডিং বেশ স্মার্ট।

### হলুদ পাতা

(রণধীর কুমার দে–র কাব্য গ্রন্থ/প্রকাশক–সুতপা বসু, চেতলা, কল–২৭ / মূল্য – ১০০ টাকা) কবির এটি তৃতীয় কাব্য গ্রন্থ। প্রায় ৭০টি কবিতার মধ্যে খোঁজ, হলুদ পাতা, অচল, ঝরাপাতা, যযাতির বিলাপ প্রমুখ কবিতা বেশ উজ্জ্বল। বাকি কবিতাগুলির মধ্যে জীবন ও জীবনের ওপারের ভাবনা–দুর্ভাবনা মিশে রয়েছে। আত্মহত্যার ঘটনাও কবিকে বেশ নাড়া দিয়েছে। সম্ভবতঃ বেশি বয়সের রচনা বলে কবিতাগুলিতে জীবন–সঙ্গী ও অতীতের ছবি বারে বারে ভেসে উঠেছে। তবু একটা কথা বলতেই হয়, কবিতাগুলিত কিন্তু কবির নিজস্ব কোনও রীতির সাক্ষ্য ফুটে ওঠেনি। সাহিত্যের প্রতি নিখাদ প্রেমই কবিকে এই পরিণত বয়সে কবিতা লেখায় টেনে এনেছে, এটা তো কবিতারই পরম প্রাপ্তি। আশা করব, অচিরেই লেখকের কবিতা ওঁর নিজস্ব ছন্দ খুঁজে পাবে। প্রচ্ছদ ও ছাপা পরিপাটি।

### মহিলা কথা দোদুল দোল

(প্রধান সম্পাদক – কৃষ্ণা বসু , সম্পাদক – সঙ্গীতা মহাপাত্র/৩য় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (বসন্ত উতসব ) – পত্রিকাটি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ষাণ্মাসিক পত্রিকা তবে পুরুষ লেখকদের প্রবেশাধিকার রয়েছে দেখা গেল। কৃষ্ণা বসু, শুভঙ্কর দাস, ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্দ্ধন, সত্যব্রত পাহাড়ী, সঞ্জিত দত্ত ভালো লিখেছেন। জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট ছোট কবিতায় দারুণ ভাবে চমকিত করছেন আমাদের। দোদুল দোলের এই সংখ্যায় তেমনি একটি কবিতা পাওয়া গেল। সদ্যোজাত পত্রিকা তাই হয়তো ফর্মার হিসেব মেনে গড়া হয় নি। তথাপি ২০টি পাতাকে আরও ভালো ভাবে ব্যবহার করা যেত। আরও একটি অসঙ্গতির কথা উল্লেখ না করলেই নয়। অক্ষরের আয়তন সুযোগ সুবিধে মত কমানো বা বাড়ানো খুবই বিপজ্জনক প্রবণতা। কয়েকটি পাতায় অতি ক্ষুদ্র ছাপার অক্ষর বোধগম্যতার বাইরে। ছাপার ভুল ইতি উতি চোখে পড়ছে। লিটল ম্যাগের প্রচ্ছদে রাজনৈতিক নেতাদের ছবি কি না ছাপালেই নয় ! (পত্রিকার ঠিকানা – মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর–৭২১ ৬২৭ / 9474973901 / 7797352531/ ই মেল mahilakatha@gmail.com)

### পুরবার্তা

(উত্তর দমদম পৌরসভার ত্রৈমাসিক মুখপত্র/সম্পাদক–অরূপ কুণ্ডু /জানুয়ারি ২০১৮ সংখ্যা)–স্বামীজির জন্মমাসে প্রকাশিত এই সংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা–কে নিয়ে কয়েকটি নিবন্ধ (সুবোধ চক্রবর্তী, অপূর্ব কর, স্বপন দত্ত) উল্লেখযোগ্য। নাট্য–ব্যক্তিত্ব দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর লিখিত (সাগর বিশ্বাস) নিবন্ধটিও সময়োচিত। আরতি দে, অলোক ব্যানার্জী, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, পবিত্র বিশ্বাস, কৃষ্ণা বসু প্রমুখের কবিতা ভালো লাগল। শংকর দাসের লেখাটি (কিংকর্তব্যবিমূঢ়) ভুল বার্তা দেয়। পিতা–পুত্রের মধ্যে অবিশ্বাসের পাঁচিলের কারণ কি, ব্যয়–সংকোচ করে চলা কি গুরুতর অপরাধ! তাছাড়া কোনও চাকুরিজীবী মানুষের মনে সঞ্চয়ের নমিনেশন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গোঁড়ামীর কিই বা কারণ থাকে! যিনি প্রয়োজনে অন্যকে অর্থ ধার দিতেন, তিনি নিজের ছেলেকে মাত্র পনের হাজার টাকা দিতে এত বিমুখ কেন!

### প্লাবন

(সম্পাদক – স্বপন দত্ত / মাঘ ১৪২৪ / অষ্টম বর্ষ / মূল্য ৩০ টাঃ) – চমতকার প্রচ্ছদ চিত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম পর্বের ধারাবাহিক নিবন্ধগুলির মূল্যায়ন করা সম্ভবপর নয়। কবিতায় অরূপ চন্দ্র, প্রতিমা নাগ, মীনা সাহা উল্লেখের দাবি রাখেন। পত্রিকাটির দ্বিতীয় পর্বে পূর্ব প্রকাশিত লেখার পুনর্মুদ্রণ পত্রিকার অর্ধেক অংশ জুড়ে। প্রতি সংখ্যায় এত পুনর্মুদ্রণের বিশেষ কারণ কি নতুন লেখার অপ্রতুলতা! (পত্রিকার ঠিকানা – ১৪৩/৫ নীলাচল, কলকাতা – ৭০০ ১৩৪ / 9804816490 / littleplaban@gmail.com / plabanmag@gmail.com)

### তবু আনন্দ

( রীতা দত্তের কবিতার বই / প্রকাশক – নিতাই দত্ত, নর্দার্ন এভিনিউ, কলকাতা – ৭০০ ০৩০ / মূল্য দেওয়া নেই ) ১৪ পাতার ক্ষীণতনু পত্রিকায় কিছু কবিতা/ছড়া ছাপা হয়েছে। আকর্ষণ, অন্তহীন যাত্রা, অনন্ত জলোচ্ছ্বাস, আত্মজ, গহনে, এসো মানুষ খুঁজি, চলো যাই –এর মত উজ্জ্বল কবিতাগুলি বইটিকে মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু কবিতার বই নির্মাণে এমন আটপৌরে কাজ কেন ! কাব্যের গ্রন্থ নির্মাণে কতকগুলি প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে, প্রকাশক/মুদ্রক সে–সবের ধার ধারেন নি। বোধহয় আরও একটু ভাবনা–চিন্তার অবকাশ ছিল।

## পাশে থাকার আনন্দে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মহেশতলা প্রোডিজির উদ্যোগে ১১ জন ভিন্ন ভাবে সক্ষম শিশু,কিশোর–কিশোরীর জন্মমাস পালন করা হল একাডেমী অফ ফাইন আর্টস সংলগ্ন রাণু ছায়া মুক্তমঞ্চে। কেক কাটা, উপহার বিতরণ, 'সহেলী' গানের দলের সংগীতানুষ্ঠান সহ জন্মদিন পালনের অন্যান্য সমস্ত সরঞ্জাম এর এমন নিখুঁত ভাবে আয়োজন করা হয় যাতে এই বিশেষ শিশুদের আনন্দ উপভোগে যেন একটুও খামতি না থাকে। ১২ মাসে ,১২ বার, ১২ টি ভিন্ন স্থানে জন্মমাস পালনের তাদের এই অভিনব প্রয়াসকে আরো বৃহ আকারে ছায়িে দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন সংস্থার সম্পাদক বিশ্বজি ঘোষ।

## জ্ঞানের সুবর্ণ আলোয়

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সোনামুখী বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় এর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত বিধায়ক দিলীপ মন্ডল সহ আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

## পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে চেতলা আসর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৬১ তম বর্ষে সব পেয়েছির আসরের শাখা চেতলা আসর। গত ৯ থেকে ১১ মার্চ তিনদিনের বার্ষিক শিক্ষা শিবির সংঘটিত করল ওড়িশার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে। যোগ দেয় ৫০ জন সোনারকাঠি ভাইবোন সহ তাদের অভিভাবক ও কর্মীবৃন্দ নিয়ে মোট ১১০ জন।

প্রথম দিন রাজবাড়ি, সংলগ্ন জগন্নাথ মন্দির এবং ঈমামি পুরি পরিদর্শন এবং দ্বিতীয় দিন চাঁদিপুর সমুদ্রতটে অনুষ্ঠিত হয় সোনারকাঠি ভাইবোনদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমবেত সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাটক চলে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত। শেষ দিন ১১ মার্চ আসর পতাকা উত্তোলনের পর পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির দর্শন। সেখান থেকেই কলকাতার পথে যাত্রা।

**পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

# ভদ্রলোকের ক্রিকেটকে রাস্তায় নামাল স্মিথ-ওয়ার্নাররা

**অরিঞ্জয় মিত্র**

ফের ক্রিকেটকে ঘিরে দানা বাঁধল বিতর্ক। যার জেরে এক-দুই পোঁচ নয়, টন টন কালো কালিতে ঢেকে গেল ক্রিকেট। এবার বুল বিকৃত করার অভিযোগে অভিযুক্ত





বিশ্ব ক্রিকেটের এই মুহূর্তের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান ও অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে অজি ক্রিকেটের আরও এক বড় নাম তথা দলের সহ-অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার ও বেনক্র্যাফ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজের তৃতীয় টেস্টে এই ত্রয়ী এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে খবর। আর তারপর এঁদের ব্যাপারে যেসব ভালো ধারণা পোষণ করত ক্রিকেট দুনিয়া তা বেমালুম গায়েব। মাঝপথে এদের ফিরে যেতে হচ্ছে দেশে। এখনও পর্যন্ত সত্যিটা বলে দেওয়ার জন্য অজি অধিনায়ক স্মিথকে ১ ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। যার মানে দাঁড়াচ্ছে প্রোটিয়াদের দেশে শেষ টেস্টে দলে জায়গা হচ্ছে না মিস্টার অধিনায়কের। দেশের বিমানে চাপতে হয়েছে ওয়ার্নার ও বেনক্র্যাফ্টকেও। এতেই শেষ নয়। আসন্ন আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে স্মিথকে। দলে জায়গা হবে কিনা তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। একইভাবে হায়দরাবাদের সানরাইজার্স থেকে হয়তো অপসারিত হতে চলেছেন ডেভিড ওয়ার্নার।

আরও একটা প্রশ্ন এই মুহূর্তে জোরদার হয়ে উঠছে। তা হল হয়তো এই বল বিকৃতির জেরে স্টিভ স্মিথ ও ওয়ার্নারের ক্রিকেট জীবন বড় ধরনের যদি-কিন্তুর মুখোমুখি হয়ে উঠেছে। অনেকটা আজহার-জাদেজাদের মতো অবস্থা যেন। অবশ্য এটা ঠিক এখনই এদের ক্রিকেট কেরিয়ারে দ্য এন্ড বলার মতো অবস্থা ঘনীভূত হয়নি। তবে কাল যে তা হবে না সেটা মোটেই হরফ করে বলা যায় না। উল্লেখ্য, বল বিকৃতির অভিযোগে এর আগে বারংবার যে দেশটার নাম উঠে আসত তারা হল পাকিস্তান। সেদেশের ওয়াসিম আক্রম-ওয়াকার উইনিস জুটি আবার প্রসিদ্ধ ছিল এই বল বিকৃতির ব্যাপারে। তাও ক্রিকেটে সুলতান অফ সুইং আখ্যা পেয়ে থাকেন ওয়াসিম আক্রম। হয়তো খেলার কূটকৌশল হিসেবে তাদের কিছুসময় এই রণনীতি নিতে হয়েছে। তা বলে সেভাবে কখনও গায়ে কালি ছেটেনি । কিন্তু যে নির্লজ্জভাবে বল বিকৃতি ঘটিয়েছেন অজি অধিনায়ক ও সহ অধিনায়ক তাতে আগামী বেশ কয়েক দশক ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার গায়েও এই দুর্গন্ধ যে ছড়াবে তা বলাইবাহুল্য।

ক্রিকেট সম্পর্কে সেই কবে যেন বলা হত জেন্টলম্যানস গেম। এখন হয়তো আর ক্রিকেটকে কেউ ঠিক ভদ্রলোকের খেলা হিসেবে ধরেন না। বরং টি-২০ বা আইপিএল ধাঁচের প্রতিযোগিতা (পড়া ভালো প্রচুর টাকা কামানোর জায়গা) চালু হওয়ার পর থেকে ক্রিকেট বস্তুটা যেন আরও বেশি করে অসংযমী হয়ে পড়েছে। অবশ্য এর আগে কেরি প্যাকারের সিরিজ চালুর সময়ই এর আভাস খানিকটা মিলেছিল। যদিও সেসময় বিশ্বায়নের প্রাবল্য না থাকায় সে উদ্যোগ মাঠে মারা গিয়েছিল। এখন টি-২০-র জমানা অবশ্য পূর্বসূরীদের যাবতীয় 'গরিমা'কে ছাপিয়ে গিয়েছে। এরপর ফের ক্রিকেট বিশ্বে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে বেটিং বা গড়াপেটার ভাইরাস। আর ম্যাচ গড়াপেটার আগুনে পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায় ক্রিকেটের মধ্যে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় ভদ্রতা। তাও এখনও আমরা একে জেন্টলম্যানস গেম বলতে চাইলেও আগাগোড়া সেই উপস্থাপনের মধ্যেও চোখে পড়ে অসভ্যতামির নানা আইটেম। বস্তুত ক্রিকেট যে কবে তার লুপ্ত ঐতিহ্য ফিরে পারে, বা আদৌ তা পাবে কিনা তা নিয়েও রয়েছে বিস্তর জল্পনা।

ক্রিকেট গড়াপেটার ইতিহাসের সঙ্গে কোনও না কোনও সময় বিভিন্ন দলের নাম জড়িয়ে গিয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে যেমন মহম্মদ আজহারউদ্দিন, অজয় জাদেজা ও মনোজ প্রভাকরদের নাম সর্বাগ্রে উঠে এসেছিল ক্রিকেট সম্পর্কিত গ্যাঁড়াকলের জন্য। বর্ণময় কেরিয়ারে ছেদ টানতে হয়েছিল তৎকালীন জমানার নামি অলরাউন্ডার ও দক্ষ ফিল্ডার অজয় জাদেজাকে। এছাড়া দাপুটে অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিনকেও চিরকালের জন্য ২২ গজ ছাড়তে হয়েছিল। ক্রিকেট বৃত্ত থেকে ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিলেন অলরাউন্ডার মনোজ প্রভাকর। শুধু কি ভারতের ক্ষতি হয়েছিল গড়াপেটা কাণ্ডে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভদ্রলোক ক্রিকেটার হান্সি ক্রোনিয়ের মৃত্যু আপাতদৃষ্টিতে দুর্ঘটনায় হলেও, নেপথ্যে গড়াপেটার বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে আজও মনে করেন বহু ক্রিকেট লিখিয়ে থেকে সমর্থক। ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিশ্বকাপ চলাকালীন পাক কোচ বব উলমারের মৃত্যুর পিছনে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তার পিছনেও সেই গড়াপেটার কালি লেগে আছে ভরপুরভাবেই।

ক্রিকেটের কালো অধ্যায়ে আগামীদিনে গড়াপেটার পাশাপাশি জায়গা করে নিতে চলেছে বল বিকৃতি প্রসঙ্গ। গড়াপেটার জন্য আজহার-ক্রোনিয়ে-জাদেজারা আজও কলঙ্কিত। একইভাবে কালির আঁচ গিয়ে পড়বে স্টিভেন স্মিথ-ডেভিড ওয়ার্নারদের মতো মহাতারকাদের ওপরেও। তাঁদের আরও খারাপ লাগবে এটা জেনে ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ড সাফ জানিয়ে দিয়েছে এই ৩ জন বাদে দলের বাকিরা নিষ্কলঙ্ক। কোচ ড্যারেল লেম্যানও যে এর বিন্দুবিসর্গ জানতেন না, সেটা জানাতেও ভোলেনি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

# শতবর্ষে অলিম্পিক ইন্সটিটিউট

**রিম্পি ঘোষ :** ১২৫ বছরের পদার্পণ করল হুগলি জেলার কোন্নগরের অলিম্পিক ইনস্টিটিউট। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে কোন্নগরের কাজি নজরুল ইসলাম সরণীতে স্থানীয় ১৫




জন বাসিন্দা এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠাতাদের বর্তমান প্রজন্মের ১১ জন এই প্রতিষ্ঠানের অছি পরিষদের সদস্য। প্রতিষ্ঠা লগ্নে এই ইনস্টিটিউটে প্রথমে একটি হলঘর ছিল। প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রায় ৫০ বছর পরে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ঘর বাড়ানো হয়। ইনস্টিটিউটের ক্রিকেট প্রশিক্ষক নরেন্দ্রনাথ জানা বলেন, এখানে ছেলেদের ও মেয়েদের ৫ বছর থেকে ২৫ বছর বয়সী পর্যন্ত ক্রিকেট ক্যাম্প, অনূর্ধ্ব ১৩ বছর বয়সীদের ফুটবল, অনূর্ধ্ব ১৬ বছর ও তদূর্ধ্বদের জন্য হকি ক্যাম্প আয়োজিত হয়। এছাড়া এলাকার মেয়েদের জন্য রয়েছে কিক বক্সিং প্রশিক্ষণ। এই ইনস্টিটিউটে প্রায় তিন শতাধিক ছেলেমেয়েরা এই সকল খেলার প্রশিক্ষণ নেন। কিক বক্সিং-এ ১ জন ও অন্যান্য খেলায় প্রায় ৯ জন প্রশিক্ষক আছেন। এই ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েই অন্তরা জানা রাজ্য স্তরে ক্রিকেট, অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটে রতিকান্ত সিং, শিব বারুই রাজ্যস্তরে ফুটবল, ক্রিকেট ও হকিতে প্রথম ডিভিশনে নিজেদের দক্ষতার প্রদর্শন করেছেন। দলগতভাবে এই ইনস্টিটিউট ২০১০ সালে শ্রীরামপুর মহকুমা স্তরে। হকি লিগ চ্যাম্পিয়ন প্রয়াত চণ্ডী মুখার্জী স্মৃতি রানার্স কাপ জয় করে। খেলাধূলার পাশাপাশি এই ইনস্টিটিউটে রক্তদান শিবির, হার্ট চেক আপ ক্যাম্প, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই ইনস্টিটিউটের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৬০০। এখানে প্রশিক্ষণরত ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এইরকম একটি ঐতিহ্যশালী ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান জল নিকাশি সমস্যায় জর্জরিত। প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা যায়, এই মাঠে মহকুমা স্তরে প্রায় ৭০-৭৫টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মাঠটির লেভেল মেইন রোড থেকে নীচে। মাঠের চারপাশে নর্দমা আছে। বর্ষাকালে এই নর্দমার জল নর্দমা ছাপিয়ে মাঠে ঢুকে পড়ে। তখন পুরো বর্ষাকালটাই মাঠে খেলার প্রশিক্ষণ বন্ধ রাখতে হয়। এই মাঠটা মেরামত করতে হলে প্রায় দশ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

# জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সাফল্য কোন্নগরের আদিত্যের

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সম্প্রতি জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুই বিভাগে রূপো ও ব্রোঞ্জ জয় করল কোন্নগরের বাসিন্দা আদিত্য কুমার সাহানি। কোন্নগরের ক্রাইপার রোডের বাসিন্দা বছর সতেরোর আদিত্য গত প্রায় ছয় বছর ধরে ক্যারাটে শিখছে। ২০১১ সালে কোন্নগর মিলন সংঘে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি তার। ২০১৩ সালে



কোন্নগরে আয়োজিত জেলাস্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রূপো জেতে আদিত্য। এরপরে আলিপুরদুয়ারে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রূপো, হুগলি জেলার ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় শ্রীরামপুর মহকুমাতে সোনা, ২০১৭ সালে জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতেতে রূপো এইরকম অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে আদিত্যের ঝুলিতে। কোন্নগরে জাপান শটোকান কাপিনজুকো ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের তত্ত্বাবধানে আদিত্যর ক্যারাটেতে এই সাফল্য। আদিত্যর পরিবারে রয়েছেন মা কিরণ দেবী, যিনি সেলাই করে দিন গুজরান করেন। দুই দিদি আছেন বন্দনা সাহানী ও অঞ্জনা সাহানী। আদিত্য বর্তমানে রিষড়া বিদ্যাপীঠের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। ভবিষ্যতে সে ক্যারাটে প্রশিক্ষক হয়ে অন্যদের ক্যারাটে শেখাতে চায়।

# এবারেও বিশ্বকাপ কি ইউরোপে

**যুধিষ্ঠির নস্কর :** আর মাত্র কটা দিন। তারপর ফের টিভির সামনে বসে গোটা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করবে বিশ্ব ফুটবলের সব থেকে বড় উৎসব। রাশিয়া বিশ্বকাপকে ঘিরে এখন থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে চারিদিকে। বিভিন্ন টিম তাদের প্রস্তুতি পর্ব চালু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই অন্যতম ফেভারিট ব্রাজিল প্রস্তুতি পর্বের ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছে। গত বিশ্বকাপে জার্মানির কাছে ৭ গোল খাওয়ার গ্লানিতে খানিকটা হলেও মলম লেপে দিতে পেরেছে হলুদ সবুজ জার্সিধারীরা। অন্য একটি প্রস্তুতি ম্যাচে আবার মেসিকে ছাড়া খেলতে নেমে ১-৬ গোলে স্পেনের কাছে হার শিকার করতে হয়েছে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে। যদিও ওয়ার্ম-আপ পর্বের এইসব ম্যাচকে অতোটা গুরুত্ব দিতে নারাজ সমর্থকরা। তাদের বক্তব্য, রাশিয়ার মাটিতে যেটা হবে সেটাই হল আসল লড়াই। এখন কে জিতল, কে হারল তা নিয়ে মাথা ব্যথা না করলেও চলবে। তাও প্রস্তুতি পর্বের ম্যাচকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে ব্রাজিল সমর্থকদের। তাদের



সাফ বক্তব্য, 'এবার নয় নেভার'। ৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল শেষ বার কাপ পেয়েছিল ২০০২ সালে। ১৬ বছরের খরা মেটাতে তাই বদ্ধপরিকর ফুটবল জাদুকর পেলের দেশ। এর আগে ১৯৭০-এর পর টানা ২৪ বছর ব্রাজিলকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরের বিশ্বকাপটি পেতে। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর জাদুর ওপর নির্ভর করে কামাল করেছিল ব্রাজিল। এরপর ১৯৯৮তে প্যারিসের মাটিতে ফ্রান্সের কাছে অদ্ভুতভাবে ০-৩ হার মানতে হয় লাতিন আমেরিকার এই হিরোদের। এরপর ২০০2 সালে ফের বিশ্বকাপ ঘরে তোলে ব্রাজিল। তাদের নিকটতম পড়শি আর্জেন্টিনা আবার মারাদোনা ক্যারিশ্মার উপর নির্ভর করে ১৯৮৬ সালে শেষবার বিশ্বকাপ জেতে। এর চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৯০তে ফের ফাইনালে মুখোমুখি হয় আর্জেন্টিনা ও জার্মানি। এই ম্যাচে পেনাল্টি থেকে পাওয়া গোলে জার্মানি মধুর প্রতিশোধ নেয়। ব্রাজিলের পর বিশ্বকাপ জেতার রেকর্ড যুগ্মভাবে জার্মানি ও ইতালির (৪ বার)। তবে গত ৩টি বিশ্বকাপেই সুবিধা করতে পারে নি লাতিন আমেরিকা। ইতালি, স্পেন ও জার্মানি শেষ ৩ বার বিশ্বকাপ নিয়ে গিয়েছে ইউরোপে। এবার কি সেটা অন্য মহাদেশে যাবে দেখার সেটাই।

## মনের খেয়াল

# একদিনের জন্য 'ইনসানে'র সঙ্গে আমি

**রূপকথা দে**

ট্রেনে যেতে যেতে দেখা হল একজন ফকির ইনসান আলির সঙ্গে। উনি চলে যাচ্চিলেন। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে, বাবাই ওনাকে কাছে ডেকে বললেন, 'কোথায় থাকেন আপনি'! 'কি নাম আপনার' উনি উত্তরে বলেছিলেন, আমি ভগবান গোলার পদ্মা নদীর কাছে থাকি। আমার নাম ইনসান আলি। আমার তখন একটা কথা মাথায় এসেছিল সেটাই এই লেখায় লিখছি। কথাটা হল ইনসান মানে আপনারা সবাই জানেন তবু আর একবার বলছি ইনসান মানে হল ধর্ম, বর্ণ, জাতি, নির্বিশেষে যে কথাটা আসে 'মানুষ' সেটাই ইনসানের মানে। ইনসান আলি ফকির সেইরকমই একজন মানুষ। উনি এত সুন্দর ভাব দিয়ে গান গাইছিলেন যে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছিল। আমার। বাবা ওনাকে আর একটা প্রশ্ন করেছিলেন 'আপনার কত বয়স হল? উনি উত্তরে বলেছিলেন আমার বয়স ৯৭ বছর। বাবা তখন বলেছিলেন যে 'আপনার এত বয়স তবু আপনি গান গেয়ে গেয়ে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরছেন?' উনি তখন বলেছিলেন হ্যাঁ এইটাই আমার পেশা আর এটার উপরেই আমাদের সংসার আছে আর আমি এইটাকে ভালোওবাসি। বাবা সব শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আমারও ওই উত্তরটা সারা জীবনের মতো মনে গেঁথে গিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় একটা মানুষ এতটা কষ্ট করতে পারে, দুবেলা দুটো ভাতের জন্য। যাই হোক তারপর ফিরে এসে আমরা বেশ কিছুদিনের মধ্যে ঠিক করলাম যে আমরা মানে গোটা 'আমরা মনভাসি' টিম যাব ইনসান আলির ওখানে। তারপর একদিন আমরা রওনা হলাম ভগবানগোলার দিকে। ও আর একটা কথা বলা হয়নি যে, যে গ্রামে ইনসান আলি থাকেন সেই গ্রামের নাম হল 'খড়িবোনা'। হ্যাঁ তবে 'আমরা মনভাসি'র ঠিক সবাই নয়, মানে আমি, মা, বাবা, আর পূর্বা পিসি এই চারজন। আমরা ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলাম গান স্যুটিং করব বলে। আমরা ইনসান আলির ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। ওখানে গিয়ে আমরা দেখলাম ইনসান আলির ঘরকে ঠিক ঘর বলা যায় না। কুঁড়ে ঘরের চেয়েও ছোটো ঘর তাদের সে ঘরে আসববাবপত্র খুবই কম। একটা জামাকাপড়ের আলনা আর একটা খাট, আর কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র। আর এক সাইডে আছে একটা ছোট উনুন আর কিছু বাসনপত্র, ব্যাস। ভাবুন তো ওদের কত কষ্ট। ওদের নুন আনতে পান্তা ফোরায়এর মতো অবস্থা। সে যাই হোক এবার আসল কথায় আসা যাক। আমাদের সঙ্গে ওখানে পরিচয় হল দোস্ত মহম্মদ এবং আজিজুর রহমান-এর সঙ্গে। দোস্ত মহম্মদ একজন শিক্ষক। উনি যে স্কুলে পড়াতেন সেই স্কুলটা আমাদের দেখালেন। এবং আমাদের সঙ্গে গোটা দিনটা সঙ্গ দিলেন। আর আজিজুর রহমান একজন বয়স্ক মানুষ, ওনার হার্টের প্রবলেম আছে, উনিও আমাদের সঙ্গে গোটা দিনটা সঙ্গ দিলেন। হ্যাঁর আর একটা কথা বলা হয়নি যখন খাবার জন্য কচুরি কিনলাম তখন দেখি ইনসান আলি ফকির তখন কচুরির দাম দেওয়ার জন্য পকেট থেকে ১০০ টাকা বের করছেন। আমরা সবাই তখন হেই হেই করে উঠলাম আপনি কেন টাকা দেবেন আমরা টাকা দিচ্ছি। তখন উনি বলে যাচ্ছেন যে না আপনারা আমাদের মেহমান। তার মানে ভাবুন তো ওদের কত কষ্ট থাকতেও ওনারা কেমন সরল মানুষ রয়ে গেছেন। ওনাদের দুদিনের খাওয়া একশো টাকার সমান কিন্তু উনি নিজেদের কথা না ভেবেই আমাদের মানে অতিথি সেবার জন্য নিজেদের দুদিনের খাওয়ার টাকাটা খরচা করে দিচ্ছিলেন। সে যাই হোক এসব ঘটনার অনেকক্ষণ পরে ইনসান আলি ফকিরের কিছুটা গান স্যুটিং করা হয়ে গেলে শুরু হল আরেক দুর্দান্ত কান্ড দুর্দান্ত বেগে শুরু হলো ঝড়ো ঠান্ডা হাওয়ার ঝড়। টুপটাপ আম পড়তে লাগল গাছ থেকে সময়টা গরমকাল ছিল তো। আমি আর ওখানকার গ্রামের বাচ্চারা সে সব আম কুড়োতে লাগলাম। তারপর ঝড়ের তেজ একটু কমার পর আমাদের সবার মনে হলো অনেকক্ষণ তো এখানে স্যুটিং করা হল এবার একটু অন্য জায়গায় যাওয়া দরকার তখন আমরা ঠিক করলাম যে এবার আমরা পদ্মার তীরে স্যুটিং করব কিছুক্ষণ। তখন আমি আমাদের সব লোক সঙ্গে সব লোক চললাম হেঁটে হেটে পদ্মার তীরের দিকে। পদ্মার তীরে পৌঁছে আমার সঙ্গে বাচ্চাগুলো মোট কথা আমরা সব কচিকাচারা নেমে পড়লাম পদ্মার জলে। তারপর আমরা প্রায় হাঁটু জল নিয়ে হেঁটে গেলাম পদ্মার কাছের আরেক তীরের দিকে। তারপর দেখি মা ওপার থেকে চিৎকার করছে আরে তোরা সব ফিরে আয় শিগগির। তারপর আমরা সবাই হাসতে হাসতে ফিরে এলাম। বাব্বা সেই ঘটনা একেবারে মনে গেঁথে আছে আমাদের সবার। কিছুক্ষণ পরে আমরা আমাদের জিনিস গুছোতে লাগলাম। ও আর একটা কথা বলা হয় নি যে আমি একটু বিস্কুট কেক খেয়ে একটা সাইকেলে পা দিয়ে একটা গাছে উঠেছিলাম যখন সবাই জিনিসপত্র গুচ্ছোচ্ছিল। তারপর আমরা আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে একটু করে স্টেশনের দিকে পা বাড়াতে লাগলাম। কিন্তু আমার দুরন্তপনা তখনও শেষ হয়নি। আমি তখন বালির উপর লাফালাফি করতে আরম্ভ করেছি। তারপরে বাবা, মা ডাকতে আবার আমার ওখানকার গ্রামের বন্ধুদের টা টা করে, বাবা মায়ের হাত ধরে এগিয়ে চললাম স্টেশনের দিকে।

**হিন্দু বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়, চতুর্থ শ্রেণি, (বয়স ৯)**

## গ্রীষ্মকালে আমের মিঠে মজা

মৃত্যুঞ্জয় আঢ্য, তৃতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল হাইস্কুল (বয়েজ)

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com